CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-330 ■ 30 August, 2026 ■ আগরতলা ৩০ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১২ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

উজবেকিস্তানে চতুর্থ সফর

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি আনবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

তাসখন্দ, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস)।। উজবেকিস্তানে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে শনিবার তাসখন্দে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভ। বিশেষ সৌজন্য দেখিয়ে নিজেই বিমানবন্দরে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে স্বাগত জানান উজবেক প্রেসিডেন্ট।

তাসখন্দে পৌঁছে সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভের উষ্ণ অভ্যর্থনায় তিনি কৃতজ্ঞ। গত ১২ বছরে ভারত ও উজবেকিস্তানের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মোদি বলেন, উজবেকিস্তানে এটি আমার চতুর্থ সফর। এই সফর দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গভীরতা এবং ক্রমবর্ধমান গতিরই প্রতিফলন।

সফরকালে প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভের সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ডিজিটাল যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার পাশাপাশি 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' এবং উজবেকিস্তানের 'উজবেকিস্তান-২০৩০' উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় নিয়েও আলোচনা হবে।

সফরের আগে দেওয়া বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত-উজবেকিস্তান কৌশলগত অংশীদারিত্বে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আগামী দিনে দুই দেশের সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভের সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হবে। তাসখন্দে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পেয়ে আজ রাজ্যে বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব দেওয়ায় রাজ্যজুড়ে বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে গর্বের আবহ তৈরি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁর এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তিকে ত্রিপুরার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিধায়ক ভগবান দাসের বক্তব্য, ছোট রাজ্য ত্রিপুরা থেকে এই প্রথম কোনও নেতা বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেলেন। প্রধানমন্ত্রী, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি-সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিপ্লব কুমার দেবের উপর যে আস্থা রেখেছেন, তা ত্রিপুরার জন্য বিশেষ গর্বের বিষয়। তাঁর এই নতুন দায়িত্বের ফলে আগামী দিনে রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

তাই, আগামীকাল বিকেল ৩টায় আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন বিপ্লব কুমার দেব। সেখানে দলীয়ভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে। এরপর বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে দলীয় কার্যকর্তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১৬

নেপালে উদ্ধার আরও ৪ ভারতীয় এখনও নিখোঁজ ২৮৭জন ঃ বিদেশমন্ত্রক

কাঠমান্ডু, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস)।। নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১৬-তে পৌঁছেছে। এখনও শত শত মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে শনিবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সরকারি আধিকারিকদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নেপালের সংবাদপত্র দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শনিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত পুলিশ চিতওয়ানে ২৩৩টি, নওয়ালপরাসি ইস্টে ১৫৮টি, গোরখায় ৪৮টি, নওয়ালপরাসি ওয়েস্টে ৪৭টি, ধাদিংয়ে ৪৫টি, নুওয়াকোটে ৪১টি, তানাহুনে ৩১টি এবং রাসুয়ায় ১৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

বন্যাকবলিত বিভিন্ন জেলায় জোরকদমে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে। নিখোঁজদের সন্ধান এবং বন্যায় আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। উদ্ধার হওয়া মানুষদের বিপজ্জনক এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি বন্যার ধ্বংসাবশেষ ও ভূমিধসের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া রাস্তাগুলি পরিষ্কার করার কাজও

চলছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছনোর পথ সুগম করাই এখন প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য।

বুধবার নেপালের রাসুয়া এলাকায় আছড়ে পড়া ভয়াবহ হড়পা বানের উৎপত্তি হয়েছিল চিনের তিব্বত অঞ্চলে। এরপর সীমান্ত পেরিয়ে ভোতে কোশি নদীতে প্রবল স্রোত নেমে এসে নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। রাখি বন্ধন একটি পবিত্র উৎসব। প্রেম, মৈত্রী, সৌভাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে বেধে রাখাই রাখি বন্ধনের মূল উদ্দেশ্য। আজ সন্ধ্যায় গোকুলনগরস্থিত টি এস আর-এর ১নং ব্যাটেলিয়ান প্রাঙ্গনে রাখি বন্ধন উৎসবের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মহিলারা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। সম্পতি গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে রাজ্যের সোনার মেয়ে অমিতা দে-র অসাধারন পারফরমেন্স এর অন্যতম নিদর্শন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার মহিলাদের উন্নয়ন এবং তাদের সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমে লিফট অচল দুর্ভোগ রোগী ও পরিজনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। রাজ্যের অন্যতম প্রধান সরকারি হাসপাতাল আইজিএম হাসপাতালের লিফট পরিষেবা অচল হয়ে পড়ায় চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। শনিবার সকাল থেকে হাসপাতালের তিনটি লিফটের মধ্যে মাত্র একটি লিফট সচল ছিল। অতিরিক্ত চাপের কারণে পরবর্তীতে সেটিও অচল হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ।

লিফট পরিষেবা বন্ধ থাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর কৃষক সভার সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। আগামী ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর আগরতলা টাউন হলে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওই সম্মেলনকে সামনে রেখে সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সম্মেলনের প্রথম দিন, ১ সেপ্টেম্বর আস্তাবল ময়দানে একটি প্রকাশ্য সমাবেশেরও আয়োজন করা হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সম্মেলন ও সমাবেশের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সভাপতি অঘোর দেববর্মা, সম্পাদক পবিত্র কর এবং সহসম্পাদক রতন দাস।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পকসো মামলায় আসামীর ২০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ আগষ্ট ।। পকসো আইনে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ধর্মনগরের বিশেষ বিচারকের আদালত। ২৯ আগস্ট, উত্তর জেলার ধর্মনগর স্পেশাল জাজ কোর্ট নম্বর ১-এর বিচারক খাকছাং পাড়ার বাসিন্দা উদয় কুমার রিয়াংকে পকসো আইনের ৪ নম্বর ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করেন।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, উদয় কুমার রিয়াংকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারায় অপরাধের জন্য তাঁকে আরও তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, এই মামলাটি কঞ্চনপুর থানার ২০২২ সালের ৬৪ নম্বর মামলার সূত্রে শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আসা চাকরি প্রার্থীদের মিছিলে পুলিশি বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। একত্রে শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার বাসভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার পথে আজ পুলিশি বাধার মুখে পড়লেন ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। আগরতলার টাউন হলের সামনে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রায় দুই বছর ধরে তাঁরা শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ত্রিপুরা টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, শিক্ষা দপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন ও আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের দাবির বিষয়ে কোনও সন্তোষজনক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক সংকট রয়েছে এবং বহু পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগে এত দীর্ঘসূত্রিতা কেন, সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। এক আন্দোলনকারী বলেন, রাজ্যে শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে, স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংকট রয়েছে। তাহলে দুই বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আমাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না কেন? আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী, সর্বশেষ টেট পরীক্ষায় প্রায় ৫০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব সমাজের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে হবে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।।: খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিলীপ, তরুণ অরবিন্দ এবং যুব নেতা রাজ্যেশ্বর ও সুমিত্রা সিনহার শহিদান দিবস উপলক্ষে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডুকলি মহকুমার সিপিআই(এম) কার্যালয়ে আয়োজিত এই শিবিরে ২১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব, রাজ্য সভাপতি প্রীতম শীল, ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক পরিতোষ দেবনাথ, সভাপতি পঙ্কজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা ৩১ আগস্ট ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। *দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধীন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রক্রিয়া আরও একধাপ এগোতে চলেছে। সূত্রের খবর, আগামী ৩১ আগস্ট ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এডিসি এলাকাজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।*

নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং অতিরিক্ত বিডিওদের নিয়ে সম্প্রতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তাঁদের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। প্রশিক্ষণে মনোনয়নপত্র যাচাই, আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর করা, ভোট গণনা-সহ নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, যুবককে পিটিয়ে খুন, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে ধলাই জেলার কমলপুর থানার বামনছড়া পঞ্চায়েতের গুরুচরণ গৌড় পাড়ায় এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বাবা ও ভাইদের বিরুদ্ধে। মৃত যুবকের নাম জয় সিং গৌড় (৩৫)। শুক্রবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ মৃতের বাবা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ বাড়ির জায়গা-সম্পত্তি নিয়ে জয় সিং গৌড়ের সঙ্গে তাঁর বাবা সনু রাম গৌড় (৬৭) এবং বড় ভাই মিঠুন গৌড়ের (৩৯) বচসা হয়। অভিযোগ, সেই সময় জয় সিং গৌড় মদ্যপ অবস্থায় তাঁদের গালিগালাজ করেন এবং এক পর্যায়ে বড় ভাইয়ের ঘরের সামনে গিয়ে মারধরের হুমকি দেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেপাল সীমান্তে উদ্ধার রাজ্যের ৬ তরুণী, গ্রেপ্তার দুই পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। নেপাল সীমান্তের কাছে পশ্চিমবঙ্গের পানিটাঙ্কি এলাকা থেকে ত্রিপুরার ছয় তরুণীকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। উদ্ধার হওয়াদের মধ্যে চারজন নাবালিকা এবং দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক বলে জানা গেছে। তাঁদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নেপালের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, একটি ডান্স বারে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই তরুণীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পানিটাঙ্কি এলাকায় তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় বিষয়টি নজরে আসে। এরপর অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই সন্দেহভাজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেশনে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম চিনি দেওয়ার দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। দেশজুড়ে চিনি সংকট ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে দায়ী করে সরব হল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার এক প্রেস বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, দুর্নীতি বিজেপি-মোদি-শাহদের ডিএনএ-তেই। তাঁর দাবি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও সরকারের ভুল নীতির কারণেই বর্তমানে দেশে চিনির মজুদ কমেছে এবং বাজারে দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, গত আর্থিক বছরের তুলনায় এ বছর দেশে চিনির মজুদ প্রায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন কম। গত বছরের এপ্রিলেই সুগার মিল অ্যাসোসিয়েশন চলতি বছরে ২৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে ৩৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদনের দাবি করা হয়েছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, বাস্তবে সেই উৎপাদন হয়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশে সাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ইং
১২ ভাদ্র, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

শিক্ষা দিয়ে গেল নেপালের বিপর্যয়

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করিতে না পারিলে মানুষের তৈরি কোনো আধুনিক পরিকাঠামোই যে টিকিয়া থাকিতে পারে না, নেপালের সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্করী হড়পা বান ও বিপর্যয় আমাদের সেই কঠিন সত্যই শিক্ষা দিয়া গেল। হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বিশাল হিমবাহ ধসে এবং পাহাড়ি নদীগুলোর স্বাভাবিক গতিপথ অবরুদ্ধ হইয়া যে ধ্বংসলীলা ঘটিয়াছে, তাহা প্রমাণ করে যে প্রকৃতির ওপর মানুষের জোর খাটানোর চেষ্টা কতটা আত্মঘাতী হইতে পারে।বিজ্ঞানীদের সতর্কতা এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হইলে মানবজাতিকে ঠিক কী কী চরম পরিণতির মুখোমুখি হইতে হইবে, তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। নেপালের বিপর্যয় দেখাইয়াছে যে পরিবেশের ক্ষতি কেবল একটি দুর্যোগে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি বিপদ অন্য বড় বিপদকে ডাকিয়া আনে।বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে হিমবাহগুলো দ্রুত গলিতেছে। উচ্চ পাহাড়ে বরফ ও পাথর ধসিয়া নদীর গতিপথ বন্ধ হইয়া কৃত্রিম হ্রদ তৈরি হয়। পরে সেই বাঁধ ভাঙিয়া আকস্মিক ও দানবীয় বন্যা উপত্যকাগুলোকে ভাসাইয়া নিয়া যায়।অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটিয়া রাস্তা ও হোটেল বানানোর ফলে পাহাড়ের মাটি ঝুরঝুরে ও অস্থিতিশীল হইয়ে পড়িতেছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ভয়াবহ ভূমিধস ঘটিতেছে। মানুষ যুগের পর যুগ ধরিয়া যে আধুনিক সভ্যতা ও পরিকাঠামো গড়িয়া তোলে, প্রকৃতির রুদ্র রূপের সামনে তাহা তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়ে। নেপালের বহু কোটি টাকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলো মাত্র কয়েক মিনিটের বন্যার তোড়ে ধ্বংস হইয়া গেছে।একটি সেতু বা পাহাড়ি রাস্তা তৈরিতে বছরের পর বছর সময় ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য ভাঙিলে এই সমস্ত বিনিয়োগ বারবার নিমেষেই হারাইয়া যাইবে।বাসস্থান হারানোর পাশাপাশি পানীয় জলের উৎস হারাইয়া যাওয়া এবং চরম মানসিক ট্রমা সমাজব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করিয়া তোলে।

নেপালের হড়পা বান শিক্ষা দিল মানুষ যতই দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা বানাক, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ব্যর্থ হইলে সভ্যতা বারবার ধ্বংস হইবে।নেপালের সাম্প্রতিক হড়পা বান তথা প্রকৃতির চরম রোষ থেকে আমরা কতটা শিক্ষা নিতে পারিলাম? প্রাথমিকভাবে এই ভয়াবহ দুর্যোগকে ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জের বলিয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হইলেও, উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া অচিরেই স্পষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে- বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনাই এই বিপর্যয়ের মূলে। উষ্ণায়ন-হেতু নেপাল-তিব্বত সীমান্তে হিমবাহ গলিয়া যাওয়াই হড়পা বানের প্রধান কারণ।হিমালয়ের তাপমাত্রা পৃথিবীর গড় উষ্ণতার তুলনায় ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে, এই ঘটনাই 'উষ্ণায়ন'। উষ্ণায়ন, বলা বাহুল্য, একান্তভাবেই মনুষ্যসৃষ্ট। সভ্যতা যত অগ্রসর হইতেছে কার্বন নির্গমন বাড়িতেছে, সবুজ ধ্বংস হইতেছে। যাহা বিশ্বের তাপমাত্রা একটু একটু করিয়া বাড়াইয়া দিতেছে। গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরিয়া উষ্ণায়নের মোকাবিলায় বিশ্বজুড়িয়া সম্মেলন হইতেছে। তবে সেই আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত বইয়ের দু'মলাটের মধ্যেই আটকিয়া থাকে। নচেৎ উষ্ণায়নের জেরে বার বার এই বিপর্যয় দেখিতে হয় না।নেপাল-তিব্বত সীমান্তে যে হিমবাহটি আচমকা ভাঙিয়া বুধবার সকালে লেন্দে খোলা নদীতে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার তলদেশ গলিয়া যায় উষ্ণায়নের কারণে। বিশাল বপু নিয়া হিমবাহটি লেন্দে খোলার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কয়েক সেকেন্ডে বিশাল জলরাশির সৃষ্টি করে। হিমবাহের সঙ্গে যে পাহাড়ের টুকরো নদীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা নদীর খাতে জলকে অবরুদ্ধ করিয়া কয়েক মিনিটের জন্য একটি অস্থায়ী হ্রদের জন্ম দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই হ্রদটি ভাঙিয়া হিমবাহের ঠান্ডা জল কাদা, পাথর টুকরো-সহ ভীম গতিতে ভোটেকোশী নদী দিয়া হড়পা বান হইয়া নামিয়া আসে। তারপর সেটি ত্রিশূলী নদীতে পড়ে একের পর এক জনপদ ধ্বংস করিতে করিতে নিচে চলিয়া যায়।

উষ্ণায়নের মতোই পাহাড়ি নদীর পথে পথে অট্টালিকা, সেতু, বাঁধ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়িয়া তোলা সম্পূর্ণত মানুষের অবদান। প্রকৃতিকে যখন আমরা এইভাবে ধ্বংস করিতেছি তখন প্রকৃতির ভয়ংকর রোষের কবলে পড়াও একরকম ভবিতব্য। ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদী তার দু'পারের সভ্যতাকে মুছিয়া দিয়াছে। ওই কাদার মধ্যে থেকেই হয়তো ফিনিক্সের মতো ফের দ্রুত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে নগরসভ্যতা। আর আবারও হয়তো পটভূমি রচিত হইবে আরও একটি বিধ্বংসী হড়পা বান ও শ'য়ে শ'য়ে মৃত্যুর। প্রশ্ন উঠিয়াছে, হড়পা বানের ক্ষেত্রে কেন আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা কাজ করিল না? প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাসের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতি যখন পালটা মার শুরু করিয়া, তখন সেসব খড়কুটোর মতো ভাসিয়া যায়। ভঙ্গুর লাগে মানুষ-নির্মিত দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থাপনা।আসলে প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ বানাইয়া মানুষ যে ব্যবস্থাই গড়িয়া তুলুক, তাহা কখনওই দীর্ঘমেয়াদে কার্যকরী নয়। প্রকৃতির ভারসাম্য পুরোমাত্রায় রক্ষা না করিয়া সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়া যাইতে চাইলে এভাবেই বারবার প্রকৃতির রোষের মুখে পড়িতে হইবে। এই ভারসাম্য রক্ষার বিকল্প যে কিছু নাই, সেই শিক্ষা ফের দিয়া গেল নেপালের বিপর্যয়।

চিত্তুরের পদ্মাবত মহলের আদলে মণ্ডপ, বাজেট ২০ লক্ষ: তেলিয়ামুড়ার নেতাজি স্মৃতি সংঘের দুর্গোৎসবের খুঁটি পূজা

তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট: সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা। উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থা। সেই তালিকায় এবারও বিশেষ আয়োজন নিয়ে প্রস্তুত তেলিয়ামুড়ার নেতাজি স্মৃতি সংঘ।

শনিবার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো নেতাজি স্মৃতি সংঘের এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রথম প্রস্তুতিপর্ব খুঁটি পূজা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

ক্লাব কর্মকর্তাদের দাবি, এবারের দুর্গোৎসবে থাকছে বিশেষ চমক। রাজস্থানের চিত্তুরের ঐতিহাসিক পদ্মাবত মহলের আদলে তৈরি করা হবে পূজামণ্ডপ। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের হাত ধরে মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জায় ফুটিয়ে তোলা হবে ঐতিহাসিক স্থাপত্যের আদল। এবারের দুর্গোৎসবের আনুমানিক বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।

শুধু মণ্ডপসজ্জাই নয়, প্রতিমা তৈরিতেও থাকছে বিশেষ ভাবনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'লোকাল ফর ভোকাল' বার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিমা সজ্জার কাজে স্থানীয় শিল্পীদের বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ক্লাব কর্মকর্তারা জানান, ঐতিহ্য, শিল্প ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে এবারের দুর্গোৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি তেলিয়ামুড়া সহ গোটা রাজ্যবাসীকে সপরিবারে নেতাজি স্মৃতি সংঘের দুর্গাপূজায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁরা।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় ইতিমধ্যেই তেলিয়ামুড়ায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আমেজ। এখন পুজোর দিনগুলিতে চিত্তুরের পদ্মাবত মহলের আদলে নির্মিত মণ্ডপ কতটা দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে, সেদিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী।

বাংলাদেশে ১৮ জন রাষ্ট্রপতি কে, কতদিন দায়িত্বে ছিলেন?

বাংলাদেশের সদ্য সাবেক রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে দেশ।

ইতোমধ্যেই ক্ষমতাসীন বিএনপির মনোনয়নের মধ্য দিয়ে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছে কে হচ্ছেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি, তবে কয়েকদিন পর জাতীয় সংসদ সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক ভোট দেবেন। স্বাধীন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১৮ জন ব্যক্তি ২২ মেয়াদে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন, যাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ছাড়াও ছিলেন অস্থায়ী ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রপতিদের কে, কবে, কতদিনের জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন, তা নিয়েই বিবিসি বাংলার আজকের প্রতিবেদন।

শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন গঠিত প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত এই পদে ছিলেন তিনি। দেশে ফিরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তিন বছর পর সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করে দেশে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি পুনরায় রাষ্ট্রপতি হন শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম ও পঞ্চম রাষ্ট্রপতি। একই বছরের ১৫ই অগাস্ট সপরিবারে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি পদটিতে বহাল ছিলেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ২৫শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তারের পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবু সাঈদ চৌধুরী

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি লন্ডন থেকে ফিরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। তবে পদে থাকা অবস্থায় নানা বিষয় নিয়ে তৈরি হওয়া অস্বস্তি এবং তাকে অবহেলায় রাখা হয়েছে এমন চিন্তা থেকে উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে মাত্র দুই বছরের মাথায় ১৯৭৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন তিনি।

মুহম্মদুল্লাহ

আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগের পর জাতীয় সংসদের স্পিকারের দায়িত্বে থাকা মুহম্মদুল্লাহ ১৯৭৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ এক মাসের কিছু বেশি সময় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সাল থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা মুহম্মদুল্লাহ পেশায় আইনজীবী ছিলেন। পরে শপথ নিয়ে ১৯৭৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালে ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন মুহম্মদুল্লাহ। তৎকালীন সরকার তাকে খুব একটা মূল্যায়ন করতো না বলে পত্রপত্রপত্রিকায় উঠে এসেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহর মেয়াদ শেষ হয়।

খন্দকার মোশতাক আহমেদ

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় তিনি বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরে বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের পর ছয়ই নভেম্বর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। সেই হিসেবে তিনি মোট ৮১ দিন রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন।

আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম

খন্দকার মোশতাক আহমেদের পর ১৯৭৫ সালের ছয়ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ছিলেন "ক্ষমতাহীন" রাষ্ট্রপতি। কারণ তিনি রাষ্ট্রপতি হলেও তখন রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল কার্যত সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের হাতে। পদে থাকার দেড় বছর পর ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন তিনি।

জিয়াউর রহমান

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন তৎকালীন সেনাপ্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

পরে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল — জাগদল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিতর্কিত এক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে একদল সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত পদটিতে বহাল ছিলেন তিনি।

আবদুস সাত্তার

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৮১ সালের ৩০শে মে উপরাষ্ট্রপতি থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পান বিচারপতি আবদুস সাত্তার।

দায়িত্ব নেয়ার ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত এক নির্বাচনে ৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ২০শে নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মাত্র চার মাস পর ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নির্বাচিত বেসামরিক রাষ্ট্রপতি, যাকে সরাসরি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। আবুল ফজল মোহাম্মদ আহান উদ্দীন চৌধুরী আবদুস সাত্তারকে অপসারণের তিনদিন পর ২৭শে মার্চ বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহান উদ্দীন চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন। মাত্র ৯ মাস পর ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর ক্ষমতা থেকে সরে যান তিনি।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৬ সালের ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন তিনি। ১৯৮৬ সালে বিতর্কিত একটি নির্বাচন আয়োজন করে আবারো রাষ্ট্রপতি হন এবং শেষে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন।

সাহাবুদ্দিন আহমদ

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ। পরে সব বিরোধী দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ একটি "নিরপেক্ষ নির্দলীয় কেয়ারটেকার" সরকার গঠন করেন, যার একমাত্র দায়িত্ব ছিল তিন মাসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা। দায়িত্ব শেষে ১৯৯১ সালের ৯ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে সরে যান তিনি। পরে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আবারও রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ। পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষে ২০০১ সালের ১৪ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বিদায় নেন তিনি। ফলে ১২ ও ১৪ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাহাবুদ্দিন আহমদ।

আব্দুর রহমান বিশ্বাস

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বিদায় নেয়ার পরে রাষ্ট্রপতি হন আব্দুর রহমান বিশ্বাস। ১৯৫০-এর দশকে তিনি আইন পেশায় যুক্ত হন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বরিশাল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৯-৮০ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর মন্ত্রিসভায় পাট মন্ত্রী এবং ১৯৮১-৮২ সালে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদে ছিলেন। নিজের মেয়াদ পূর্ণ করে ১৯৯৬ সালের ৯ই অক্টোবর বিদায় নেন তিনি।

একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

বাংলাদেশের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০০১ সালের ১৪ই নভেম্বর শপথ নেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। মি. চৌধুরী জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়া - দুই সরকারের সময়ই তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বিএনপি সংসদে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনায় মাত্র সাত মাসের মাথায় ২০০২ সালের ২১শে জুন পদত্যাগ করেন তিনি।

মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার

একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগের পর ২১শে জুন থেকে ছয়ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার।

তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন মেয়াদে মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার পররাষ্ট্র, শিক্ষা, গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

২০০২ সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদ। রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে ২০০৬ সালে রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্বও নেন।পরে সংসদ নির্বাচন নিয়ে অব্যাহত রাজনৈতিক অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালের প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড়লেও রাষ্ট্রপতি পদে বহাল ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই উপাচার্য। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি মিলিয়ে পদের মেয়াদ শেষ হবার পরও আরও দুই বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

মোঃ জিল্লুর রহমান

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পান মোঃ জিল্লুর রহমান। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ২০০৭ সালে শেখ হাসিনা গ্রেফতার হলে দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৩ সালের ২০শে মার্চ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মোঃ জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি পদে বহাল ছিলেন।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাংলাদেশে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন মোঃ আবদুল হামিদ। জিল্লুর রহমানের অসুস্থাবস্থায় ২০১৩ সালের ১৩ই মার্চ স্পিকার থেকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। আওয়ামী লীগ সরকারে থাকাকালীন ২০শে মার্চ থেকে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত অস্থায়ী এবং একই বছরের ২৪শে এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত দুই মেয়াদে পদটিতে বহাল ছিলেন তিনি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

সংবিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের দায়িত্ব পালন শেষে মোঃ আবদুল হামিদের পদত্যাগের পর ২০২৩ সালের ২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হন মোঃ সাহাবুদ্দিন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের কয়েক মাস পর্যন্ত পদটিতে বহাল ছিলেন তিনি। পরে শারীরিক জটিলতার কারণ দেখিয়ে ২০২৬ সালের ২৪শে জুলাই পদত্যাগ করেন মোঃ সাহাবুদ্দিন। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

শিকাগোর ১৩০ বছর এবং আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন বাণী....

সুনীল মাইতি (বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ.

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগোর 'পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স' -এ এক তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর বিশ্বমঞ্চকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। "Sisters and Brothers of America"---এই পাঁচটি সাধারণ উচ্চারণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ কেবল একটি মহাদেশীয় অভিবাদন জানাননি; বরং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং সমন্বয়বাদের এক অমলিন দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজ; সেই ঐতিহাসিক ঘটনার ১৩০ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত করে যখন আবার শিকাগোর পিনাকল মঞ্চে 'ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়েন্স'-এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে; তখন সময় এসেছে একটি মৌলিক প্রশ্ন তোলার--- বর্তমান বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির নিরিখে বিবেকানন্দের সেই ধর্মসভার বার্তা কতটা গভীরে প্রোথিত;এবং আধুনিক সভ্যতার সংকটে তা কতটা প্রাসঙ্গিক? একুশ শতকের তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যবস্থা এক চরম অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। একদিকে প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানব সমাজকে গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে; অন্যদিকে মানব মন ক্রমশ বিভাজিত হয়ে পড়ছে চরমপন্থী মতাদর্শ; ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা; বর্ণবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্পে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ; মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক সংকট; স্থানচ্যুত শরণার্থীদের মানবিক বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মত বৈশ্বিক সমস্যাগুলো আজ বিশ্বশান্তির মূল ভিতকে নাড়িয়ে দিচ্ছে।এমন এক প্রেক্ষাপটে বিশ্বধর্ম মহাসভার মতো আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মের আয়োজন কেবল একটি প্রথাগত উদযাপনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; এটি হয়ে ওঠে সভ্যতার পুনরুদ্ধারের এক আত্মানুসন্ধান। ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ যখন শিকাগোর মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন; তখন ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রাচ্যকে কেবল 'শিক্ষণীয়' এবং 'পশ্চাৎপদ' হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু বিবেকানন্দ কোনো দয়া বা করুণা প্রার্থনা করেননি; তিনি তুলে ধরেছিলেন ভারতের সনাতন হিন্দু দর্শনের সহনশীলতা ও সর্বজনীন গ্রহণের ক্ষমতা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন; "আমরা কেবল সর্ব- ধর্মসহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করি না; আমরা সকল ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করি।"

আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই 'সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা' '(Universal Acceptance)' শব্দটি চরমভাবে অনুপস্থিত। আধুনিক সমাজ সহনশীলতা (Tolerance) শব্দটি ব্যবহার করে; কিন্তু সহনশীলতার মধ্যে প্রায়শই একটি অনিচ্ছাকৃত বা আংশিক অবজ্ঞার ভাব লুকিয়ে থাকে। বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন; তা সহনশীলতার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে --- পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও পূর্ণাঙ্গ অঙ্গীকরণ। শিকাগোর পুনঃ সংঘটিত মহাসভায় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদদের কাছে এই বার্তাটিই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ: আমরা কি ভিন্ন মতামত ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কেবল সহ্য করব; নাকি তাদের আত্মস্থ করব? বর্তমান যুগে ধর্মের নামে হিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন: "সাম্প্রদায়িকতা; গোঁড়ামী এবং এগুলির বীভৎস বংশধর ধর্মোন্মাদনা এই সুন্দর পৃথিবীকে দীর্ঘকাল অধিকার করে রেখেছে যদি এই দানবগুলি না থাকত; তবে মানবসমাজ অনেক উন্নত হতে পারত।" আজকের বিশ্ব ধর্ম সভায় বিবেকানন্দের এই আত্মচেতনা আরোও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে কারণ প্রথমত: মানবকেন্দ্রিক সমাধানের ক্ষেত্রে— ধর্ম যদি মানুষের সেবায় না লাগে; তবে সেই ধর্ম অর্থহীন— এই বিবেকানন্দীয় বাণী বর্তমান আন্তর্জাতিক উন্নয়ননীতির UN Sustainable Development Goals) মূল ভিত্তি হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের উপনিষদীয় দর্শন; ক্ষেত্রে যা বিবেকানন্দ শিকাগোতে উপস্থাপন করেছিলেন; তা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের কথা বলে। আজকের গ্লোবাল ওয়ার্মিংও পরিবেশ সংকটে এই 'একত্ববাদ' মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম পাঠ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা আজ 'সফট পাওয়ার' বা সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রভাবের উপর জোর দিয়ে থাকেন। ভারত আজ আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম (সমগ্র বিশ্বই এক পরিবার) নীতি অনুসরণ করছে। এই চিন্তার আন্তর্জাতিক বীজ বপন করেছিলেন বিবেকানন্দই; শিকাগোর সেই মহাসভায়। তিনি বিশ্বকে শিখিয়েছিলেন যে; ভারত কেবল গ্রহণ করার রাষ্ট্র নয়; আধ্যাত্মিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রদান করার মতো সম্পদ ভারতের প্রাচুর্য ভরা। বর্তমান শিকাগো মহাসভায় ভারতের এই রূপান্তরের মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমান বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মানুষকে যুক্ত করলেও মানসিক দূরত্ব এবং একাকীত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ডিজিটাল বিভাজনের যুগে বিবেকানন্দের 'আত্মবিশ্বাস' 'চরিত্র গঠন' এবং 'সেবাব্রত' সম্পর্কিত উপদেশ যুব সমাজের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। ধর্ম মহাসভায় যখন ডিজিটাল যুগে নৈতিকতা ও আধুনিক মানবতাবাদের কথা বলা হয়; তখন বিবেকানন্দের সেই কণ্ঠধ্বনিই অনুরনিত হয়— যেখানে তিনি ধর্মকে আচার -অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে তুলে ধরে মানুষের মনের বিকাশ ও সেবার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছিলেন। ১৩০ বছর পর শিকাগোয় আয়োজিত বিশ্বধর্ম মহাসভা কেবল অতীতের স্মৃতি রোমন্থন নয়; এটি বিশ্ব মানবের জন্য একটি সচেতনতার ঘন্টা। বিভাজন; সংঘাত এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত বর্তমান বিশ্বকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয়; তবে বিবেকানন্দের দেখানো 'সমন্বয় ও শান্তি; বিনাশ নয়' (Assimilation and not Destruction) 'সংহতি ও রিকন্সিলেশন; কলহ নয় (Harmony and Peace and not Dissension) নীতি অনুসরণ করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

বিবেকানন্দ কেবল একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে শিকাগোতে বক্তব্য রাখেন নি; তিনি কথা বলেছিলেন সমগ্র মানবজাতির হয়ে। আজকের নতুন শিকাগো সম্মেলনের আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা ঠিক এখানেই--- তা মানবজাতিকে মনে করিয়ে দেয় যে; বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সন্ধান করা সভ্যতার টিকে থাকার একমাত্র শর্ত। বিশ্বকে রূপান্তর করতে হলে আগে মানুষের ভেতরের আত্মাকে জাগ্রত করতে হবে--- বিবেকানন্দের এই অমর বার্তা আজও এবং আগামীতেও আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সমান আলোকবর্তিকা হয়ে বিরাজ করবে।

রামচন্দ্রপুর; মেচেদা; পূর্ব মেদিনীপুর মোবাইল নাম্বার- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কৃষ্ণনগর ক্লাবে আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করলেন মেয়র।

অপারেশন সিঁদুর ভারতের দেশীয় প্রতিরক্ষা সক্ষমতা তুলে ধরেছে': কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বি.এল. বর্মা

বেঙ্গালুরু, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): 'অপারেশন সিঁদুর' ভারতের দেশীয় অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত এখন আর কোনও দেশের পিছনে নেই বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন এবং সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বি.এল. বর্মা।

শনিবার বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল টেস্ট হাউসের (এনটিএইচ) ১১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং এনটিএইচ-এর নতুন ভবনের উদ্বোধন করে বর্মা বলেন, আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে দেশে তৈরি পণ্যগুলির প্রযুক্তিগত সক্ষমতা 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা দেখেছি, বিশ্ব আমাদের দেশীয় অস্ত্র এবং শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে। আজ ভারত আর কারও পিছনে নেই।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, গুণমান, পণ্যের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে এনটিএইচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এনটিএইচ-এর ১১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিষ্ঠানটির ১১৪ বছরের নিরলস পরিষেবার স্বীকৃতি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বর্মা জানান, ১৯১২ সালে কলকাতার আলিপুরে 'গভর্নমেন্ট টেস্ট হাউস' হিসেবে এনটিএইচ-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি ভারতের জাতীয় গুণমান পরিকাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'আত্মনির্ভর ভারত', 'জিরো ডিফেক্ট, জিরো ইফেক্ট' এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে বলেও জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত লক্ষ্যের ভিত্তি হল গুণমান। কোনও পণ্যের গুণমান তার নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করে এবং সেই নির্ভরযোগ্যতাই একটি পণ্যকে ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর 'রিফর্ম, পারফর্ম অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম' ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এনটিএইচ-কে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে বলেও জানান বর্মা।

তিনি বলেন, এনটিএইচ এখন ড্রোন পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশনের মতো নতুন ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে। প্রতিরক্ষা, কৃষি, সমীক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। তাই নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন একটি নিরাপদ ও শক্তিশালী ড্রোন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ইলেকট্রিক গাড়ির (ইভি) ব্যাটারি পরীক্ষার পরিকাঠামোর কথাও তুলে ধরেন তিনি। ইভি ব্যাটারি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা শিল্পক্ষেত্রে নিরাপত্তা, দক্ষতা এবং বিশ্ব বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান।

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিকাঠামো সম্প্রসারণের গুরুত্বও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। রাসায়নিক নিরাপত্তা, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণের পরীক্ষা, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য এই সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি জানান।

বেঙ্গালুরুর নতুন এনটিএইচ ভবন প্রসঙ্গে বর্মা বলেন, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, গবেষণা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উন্নত শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় বেঙ্গালুরুতে এই প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তাঁর মতে, বেঙ্গালুরুতে এনটিএইচ-এর উপস্থিতির ফলে শিল্প সংস্থা, স্টার্টআপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্ভাবকরা উন্নত পরীক্ষা ও প্রযুক্তিগত পরিষেবা আরও সহজে পাবেন।

নতুন ভবনটি শুধুমাত্র পরিকাঠামো সম্প্রসারণ নয়, ভবিষ্যতের পরীক্ষার প্রয়োজন মেটাতে ভারতের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও জাতীয় গুণমান পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেও মন্তব্য করেন বর্মা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর করল কলকাতা পুলিশ। শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর দক্ষিণ কলকাতার হেস্টিংস থানায় এই এফআইআর দায়ের করা হয়।

শুক্রবার মধ্য কলকাতার ক্যাথেড্রাল রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ আয়োজনের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্ট একাধিক বিধিনিষেধ জারি করেছিল। এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই নির্দেশের কয়েকটি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

পুলিশের এফআইআরে আরও অভিযোগ, আদালত নির্ধারিত সময়সীমা দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্যাথেড্রাল রোডে কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ের পরেও চলতে থাকে। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ানো এবং তাঁদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল, সমাবেশের জন্য রাস্তার একটি লেন ব্যবহার করা যাবে এবং অন্য লেনটি যান চলাচলের জন্য খোলা রাখতে হবে। কিন্তু পুলিশের দাবি, বাস্তবে কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তার দু'টি লেনই অবরুদ্ধ ছিল। এর ফলে এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়।

পুলিশের আরও অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুগামীদের আদালতের বিধিনিষেধ অমান্য করতে উসকানি দিয়েছিলেন। তাঁর প্ররোচনাতেই অনুগামীরা আদালতের নির্দেশ অমান্য করার পাশাপাশি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, এই ঘটনায় তাঁর পূর্বসূরির বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে আদালতের নির্ধারিত বিধিনিষেধ কীভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, তা জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশও পুলিশকে দেন তিনি।

অধিকারী বলেন, আদালত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিল যে দু'টি লেনের মধ্যে একটি যান চলাচলের জন্য খোলা রাখতে হবে। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে লোকজন জড়ো করে দু'টি লেনই অবরুদ্ধ করেছিলেন। তাই তিনি পুলিশকে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের কাছে যাওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "বিষয়টি এত সহজে ছেড়ে দেওয়া হবে না।"

দুর্গাপুজোয় মাংস বিক্রি নিয়ে ভিএইচপির 'নির্দেশিকা', বাংলায় শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো উদযাপন নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর জারি করা একগুচ্ছ 'নির্দেশিকা' ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। পুজোর মণ্ডপ ও তার আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়া সীমিত করার ভিএইচপির আহ্বানকে কেন্দ্র করে জেডিইউ, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের নেতারা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

ভিএইচপির নির্দেশিকা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জেডিইউ-এর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্যাম রজক দুর্গাপুজোর সময় মাংস ও মাছ বিক্রি বন্ধ রাখার প্রস্তাবকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তবে একইসঙ্গে দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত কিছু ধর্মীয় প্রথায় পশুবলির বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বলির পর প্রাপ্ত মাংস নিয়ে কী করা হবে।

রজক বলেন, "দুর্গাপুজোর সময় মাংস ও মাছ বিক্রি বন্ধ করা ভালো বিষয়। তবে একটি প্রশ্ন রয়েছেদুর্গাপুজোর সময় অনেকে পশুবলি দেন এবং পশুবলি কিছু ধর্মীয় প্রথা ও ঐতিহ্যের অংশ। সেই বলির পর মাংস নিয়ে কী হবে? মানুষ কি তা ব্যবহার করতে পারবেন?"

তিনি ভিএইচপিকে বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, সংগঠনটি যদি মাছ-মাংস বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে প্রথমে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির কাছে পশুবলির প্রথা বন্ধ করার আবেদন করা উচিত।

ভিএইচপির অবস্থানকে সমর্থন করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদেশের সভাপতি উপাসনা অরোরা। দিল্লিতে তিনি বলেন, ভিএইচপির নির্দেশিকাকে তিনি ইতিবাচকভাবেই দেখছেন এবং এটি দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যবাহী প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অরোরা বলেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখে আসছেন যে দুর্গাপুজোর সময় অনেক পরিবারে সাধারণত মাংস ও মদ খাওয়া বন্ধ রাখা হয়। এমনকি এই সময় তিনি নিজের বাড়িতে পেঁয়াজও ঢুকতে দেন না বলে জানান।

তাঁর মতে, এই ধরনের প্রথা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ এবং সেই মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব ভিএইচপির রয়েছে।

তবে ভিএইচপির দাবির তীব্র বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ। তাঁর প্রশ্ন, মানুষ কী খাবেন বা কী খাবেন না, তা নির্ধারণ করার অধিকার ভিএইচপিকে কে দিয়েছে।

উদিত রাজ বলেন, "মানুষ কী করবে, তা নির্ধারণ করার জন্য তারা কারা? তারা কি নির্বাচিত প্রতিনিধি? তারা যা করছে, তা ভুল প্রচার তৈরি করছে। কে কী খাবেন এবং কী খাবার পাবেন, তা সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। এই বিষয়ে কোনও সার্কুলার জারি করার অধিকার তাদের নেই।"উল্লেখ্য, বাংলায় দুর্গাপুজোর আগে শুক্রবার ভিএইচপি তাদের নির্দেশিকা প্রকাশ করে। সংগঠনটি পুজোর আয়োজনকে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে পুজোর মণ্ডপ এবং তার আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়া বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়।

তবে ভিএইচপি স্পষ্ট করেছে, দুর্গাপুজোর সময় গোটা বাংলায় আমিষ খাবারের উপর কোনও সার্বিক নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হচ্ছে না। সংগঠনটি স্বীকার করেছে যে বাংলার দুর্গাপুজো ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ নিরামিষ প্রথা অনুসরণ করে না। তবে দেবীর প্রতিমার পবিত্রতা বজায় রাখা এবং প্রতিমাকে আমিষ খাবারের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার উপর জোর দিয়েছে তারা।ভিএইচপির এই নির্দেশিকা ঘিরে ধর্মীয় ঐতিহ্য, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক রীতি এবং প্রকাশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আশপাশের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে বৃহত্তর বিতর্ক শুরু হয়েছে।

লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলা: ১৩ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনআইএ-র চার্জশিটে আদালতের আমল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণ মামলায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র দাখিল করা চার্জশিটের উপর শনিবার আমল নিল দিল্লির বিশেষ এনআইএ আদালত। এই বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছে আদালত।

২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর লালকেল্লার কাছে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে এনআইএ। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ডা. উমর উন নবিও বিস্ফোরণে নিহত হন। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভেহিকল-বোর্ন ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস-এর বিস্ফোরণের পর গোটা দেশে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। বিস্ফোরণে আশপাশের সম্পত্তিরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এর আগে এনআইএ প্রায় ৭,৫০০ পাতার একটি বিশদ চার্জশিট দাখিল করেছিল। তাতে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ), ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), বিস্ফোরক পদার্থ আইন, অস্ত্র আইন এবং সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় ১০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়।

এনআইএ-র দাবি, অভিযুক্তরা আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিইউএইচ)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সংগঠনকে ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রাথমিক চার্জশিটে অন্যতম মূল অভিযুক্ত হিসেবে ডা. উমর উন নবির নাম ছিল। পুলওয়ানার বাসিন্দা উমর হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিনের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কার্যক্রম বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিল এনআইএ।

প্রাথমিক চার্জশিটে অন্য অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন আমির রশিদ মীর, জাসির বিলাল ওয়ানি, ডা. মুজাম্মিল শাকিল, ডা. আদিল আহমেদ রাদার, ডা. শাহিন সইদ, মুফতি ইরফান আহমেদ ওয়াগে, সোয়াব, ডা. বিলাল নাসির মাল্লা এবং ইয়াসির আহমেদ দার।

জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং দিল্লি-এনসিআর জুড়ে তদন্ত চালায় এনআইএ। তদন্তে ৫৮৮ জন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯৫টিরও বেশি নথি এবং ২০০-র বেশি বাজেয়াপ্ত সামগ্রী ও বস্তু পরীক্ষা করা হয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

পরবর্তীতে ২৭ জুন আরও তিন অভিযুক্তজম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা জমির আহমেদ আহাঙ্গার, তুফাইল আহমেদ ভাট এবং মুজাফর আহমেদ ওরফে ফারাজ ওরফে জাফরের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করে এনআইএ। এর ফলে মোট চার্জশিটভুক্ত অভিযুক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩।

এনআইএ-র দাবি, পলাতক অভিযুক্ত মুজাফর আহমেদ পেশায় শিশু চিকিৎসক এবং সহ-অভিযুক্ত আদিল আহমেদ রাদারের দাদা ভাই। সে 'এজিউএইচ ইন্টারিম'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং উমর উন নবী, মুজাম্মিল, আদিল ও মুফতি ইরফানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি।

তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২২ সালের জুনে শ্রীনগরে একটি গোপন ঈদগাহ বৈঠকে মুজাফর উপস্থিত ছিল। ওই বৈঠকেই 'এজিউএইচ অন্তর্বর্তীকালীন' সন্ত্রাসী মডিউল তৈরি হয়েছিল বলে এনআইএ-র দাবি।

এনআইএ আরও অভিযোগ করেছে, ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে উমর ও মুজাম্মিল পরিচালিত একটি গোপন কেন্দ্রে টিএটিপি-ভিত্তিক আইইডি তৈরি, পরীক্ষা এবং মজুত করার কাজে মুজাফর যুক্ত ছিল। বর্তমানে পলাতক মুজাফরের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এনআইএ-র অভিযোগ অনুযায়ী, জমির 'এজিউএইচ অন্তর্বর্তীকালীন'-এর ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার (ওজিডব্লিউ) হিসেবে হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত এবং ওই সন্ত্রাসী মডিউলের জন্য অস্ত্র, গোলাবারুদ ও নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। অন্যদিকে, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার প্রাক্তন ওজিডব্লিউ তুফাইলকে অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এনআইএ। হ্যান্ডলারদের মাধ্যমে নির্ধারিত 'ডেড ড্রপ'-এর সাহায্যে একটি একে-৪৭, একটি ক্রিনকভ রাইফেল, একটি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও জীবন্ত গোলাবারুদ সংগ্রহ করে উমর উন নবির কাছে ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সরবরাহ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।বহুমাত্রিক বৈজ্ঞানিক তদন্তের মাধ্যমেও অভিযুক্তদের মধ্যে যোগসূত্রের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে এনআইএ। এর মধ্যে ফরেনসিক পরীক্ষা, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলির জিও-লোকেশন ম্যাপিং এবং বিস্তারিত আর্থিক লেনদেনের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সোনিয়া গান্ধীর বই প্রকাশ না করা নিয়ে বিজেপি-কংগ্রেসের চাপানউতোর

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): কংগ্রেস সংসদীয় দলের (সিপিপি) চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া-র সিদ্ধান্তের পর বিজেপি নেতারা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের অভিযোগ খারিজ করেছেন। অন্যদিকে, কংগ্রেস সাংসদ আখিলেশ প্রসাদ সিং দাবি করেছেন, 'ব্যাকডোর' বা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রের চাপের মুখে পড়তে পারে প্রকাশনা সংস্থাটি।রাজস্থানের জয়পুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, বিষয়টি মূলত লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে মতপার্থক্যের এবং এর সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করা উচিত নয়। তাঁর কথায়, প্রকাশকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং লেখকেরও নিজস্ব মতামত রয়েছে। প্রকাশক বইটি না প্রকাশ করলে অন্য কোনও প্রকাশকের কাছে যাওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে ভারত সরকারকে টেনে আনার প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিহারের পাটনায় রাজ্যের মন্ত্রী রামকৃপাল যাদবও কেন্দ্রের কোনও ভূমিকা নেই বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, সোনিয়া গান্ধীর জীবনী বা স্মৃতিকথা প্রকাশিত না হলে সেটি কংগ্রেস, বইটির লেখক এবং প্রকাশনা সংস্থার মধ্যকার বিষয়। এতে সরকারের কোনও হস্তক্ষেপ নেই।হায়দরাবাদে বিজেপি নেতা টি.আর. শ্রীনিবাস বলেন, 'আপনত্ব: ভালোবাসার এক যাত্রা" বইটি ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি করেছে। বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সময় নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বইটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আরএসএস এবং চিনকে নিয়ে বাছাই করা কিছু উল্লেখ রয়েছে। প্রকাশক বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্যগত নির্ভুলতার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

তবে বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি এম. নাগরাজা অপেক্ষাকৃত সতর্ক অবস্থান নেন। তিনি বলেন, প্রকাশনা সংস্থা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে তারা সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী প্রকাশ করছে না। কিন্তু তাঁরা বইটি দেখেননি বা পড়েননি, তাই এখনই এ বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। অন্যদিকে, কংগ্রেস সাংসদ আখিলেশ প্রসাদ সিং দাবি করেন, কোনও প্রকাশকেরই লেখকের উপর চাপ সৃষ্টি করার অধিকার নেই। তাঁর অভিযোগ, প্রকাশনা সংস্থাটি সম্ভবত কেন্দ্রের কাছ থেকে 'ব্যাকডোর' বা পরোক্ষ চাপের মুখে পড়েছিল।শুক্রবার পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস ইন্ডিয়া ঘোষণা করে যে তারা কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বহু প্রতীক্ষিত আত্মজীবনী 'আপনত্ব: ভালোবাসার এক যাত্রা" প্রকাশ করবে না।প্রকাশনা সংস্থা এক বিবৃতিতে জানায়, লেখক সম্পাদকীয় পরিবর্তন মেনে নিতে অস্বীকার করায় বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেএমন দাবি পরিস্থিতির সঠিক প্রতিফলন নয়।

প্রকাশনা সংস্থাটি তাদের সম্পাদকীয় প্রক্রিয়ার পক্ষেও সাফাই দেয়। তাদের বক্তব্য, একজন প্রকাশক হিসেবে তথ্য যাচাই করা এবং বইটির স্বার্থে লেখককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া তাদের অধিকার ও দায়িত্বের অংশ।

পুঞ্চে সন্দেহভাজন পাকিস্তানি ড্রোন, জোরদার তল্লাশি অভিযান

জম্মু, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহভাজন পাকিস্তানি ড্রোনের গতিবিধি নজরে আসায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে মেন্ধর সেক্টরের বালাকোট এলাকার বেরহটি গ্রামের আকাশে ড্রোনটি দেখা যায় বলে শনিবার আধিকারিকরা জানিয়েছেন।আধিকারিকদের মতে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ড্রোনটি সীমান্তের কাছে মঙ্গলনার-দাবরোতের দিকে এগিয়ে যায় এবং পরে পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায়। ড্রোনটি কোনও সন্দেহজনক সামগ্রী ফেলে গিয়েছে বা বহন করছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে ভোর হতেই এলওসি পাহারারত সেনা জওয়ানরা নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। এখনও সেই অভিযান চলছে এবং সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীকে উচ্চ সতর্কতায়.াখা হয়েছে।এর পাশাপাশি সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পাওয়ার পর উধমপুর, কাঠুয়া ও রাজৌরির বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকায় পুলিশ, সেনা এবং আধাসামরিক বাহিনী যৌথভাবে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।শুক্রবার সন্ধ্যায় উধমপুর-কাঠুয়া জঙ্গল বেল্টের খুবান, নাগাইন, খত্রাইল, গোদু ফালাল, পদেতার, চোর মোত্তু, কিয়া, খেবা, ভেদ, মার্তা, জোফার এবং সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়। শনিবারও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

রাজৌরিতেও গাইবাস, মিথিয়ানি, মোগলা ও নারলা এলাকায় পৃথক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দুই সন্দেহভাজন সশস্ত্র ব্যক্তির গতিবিধির খবর দেওয়ার পর এই অভিযান শুরু হয়। ওই দু'জন জঙ্গি হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারিতে রয়েছে রাজৌরি, পুঞ্চ, কাঠুয়া, রামবান, উধমপুর, ডোডা, কিশওয়ার ও রিয়াসির ঘন জঙ্গল এলাকা। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর ওই অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

আধিকারিকরা জানান, চলতি তল্লাশি অভিযানে এখনও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের কোনও সংঘর্ষ বা গুলির লড়াই হয়নি। তবে সম্ভাব্য লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের উপর লাগাতার চাপ বজায় রাখা হচ্ছে, যাতে তারা কোনও এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে সাধারণ মানুষ বা নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালাতে না পারে।

শনিবার আগরতলা সিপিএম'র উদ্যোগে যুব ভবনে শহীদ দিবস পালন। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পিঁপড়া কেন এক পথে চলে?

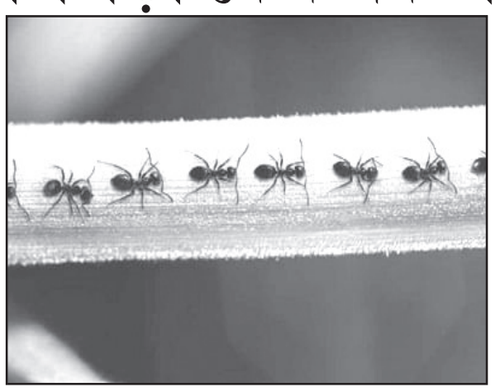

পিঁপড়েদের চলাফেলা ভারি অদ্ভুত। এরা দলবেঁধে চলে, সারবেঁধে চলে। প্রথম পিঁপড়া যে যে পথে যায়, অন্যরা সেই একই রেখা অনুসরণ করে চলে। প্রথম পিঁপড়া একপাশে কয়েক মিলিমিটার সরে গিয়ে আবার যদি আগের পথে ফিরে আসে, অন্য পিঁপড়াও সেটুক বাঁকা পথ অনুসরণ করেই চলবে। একচুলও এদিক-সেদিক হবে না। কিন্তু পিঁপড়ারা এই সামাজিক চলাফেরা কিন্তু শুধু চোখে দেখে করে না; চোখে দেখে এতটা সূক্ষ্ম ভাবে অগ্রগামীকে অনুসরণ করা সম্ভবও নয়। এর পেছনে রয়েছে রসায়নের খেলা। পিঁপড়াদের আছে ফেরোমন নিঃসরণের ক্ষমতা। পিঁপড়ার দলনেতা চলে সবার আগে। সে চলার সময় পথে ফেরোমন ছড়িয়ে যায়। সেই ফেরোমনের গন্ধ শুঁকে পেছনের পিঁপড়াটি তাকে অনুসরণ করে। দ্বিতীয় পিঁপড়াটিও ফেরোমন ছিটিয়ে এগিয়ে চলে। সুতরাং পরপর সব পিঁপড়া ফেরোমনের গন্ধ অনুসরণ করে একই রেখায় চলতে পারে। পিঁপড়ার সারির মাঝখানের কোনো স্থানে যদি মুছে ফেলা হয়, তখন দেখা যাবে পেছনের পিঁপড়াগুলো সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফেরোমনের গন্ধ মুছে গেছে, তাই তখন চলার পথ ঠিক করতে অসুবিধা হয়।

পিঁপড়ার নাক নেই। ফেরোমনের গন্ধ অনুসরণ করার জন্য তারা মাথার সামনের দিকে থাকা অ্যান্টেনা ব্যবহার করে।

রাতে ভুলেও খাবেন না এই ৪টি ফল

ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারীএ কথা সকলেরই জানা। ফাইবার, ভিটামিন ও নানা প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানে ভরপুর ফল আমাদের শরীরকে সতেজ ও রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু যেকোনও পুষ্টিকর খাবারই ভুল সময়ে খেলে তা উপকারের বদলে মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। পুষ্টিবিদদের মতে, রাতের বেলায় নির্দিষ্ট কিছু ফল খাওয়া একেবারেই অনুচিত। সূর্যাস্তের পর এই ফলগুলি খেলে হজমের সমস্যা থেকে শুরু করে ব্লাড সুগার বৃদ্ধি পাওয়ার মতো একাধিক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। রাতের খাবারে বা ঘুমানোর ঠিক আগে কোন ফলগুলি এড়িয়ে চলবেন? জেনে নিন:

কলা: ফল হিসেবে কলা অত্যন্ত পুষ্টিকর হলেও রাতে এটি না খাওয়াই শ্রেয়। কলায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও কার্বোহাইড্রেট থাকে, যা রাতে হজম হতে দেরি হয়। এ ছাড়া রাতে কলা খেলে মিউকাস বা কফ জমার সম্ভাবনা বাড়ে, যা ঠান্ডা লাগা বা অ্যাজমার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। কমলালেবু ও সাইট্রাস জাতীয় ফল: সর্দি-কাশি এড়াতে বা ভিটামিন সি-এর জন্য লেবুজাতীয় ফল অতুলনীয়। তবে রাতে কমলালেবু, মোসম্বি বা আঙুর খেলে পেটে তীব্র অ্যাসিডিটি ও বুকজ্বালার সমস্যা হতে পারে। এতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড রাতের বেলা পেটের অস্বস্তি বাড়িয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। তরমুজ: তরমুজে জলের পরিমাণ প্রায় ৯২ শতাংশ। রাতে তরমুজ খেলে বারবার প্রস্রাবের তাগিদ তৈরি হয়, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'নকচুরিয়া' বলা হয়। এর ফলে রাতের ঘুম ব্যাহত হয়। এ ছাড়া তরমুজের প্রাকৃতিক শর্করা রাতে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। আপেল: "প্রতিদিন একটি আপেল ডাক্তারকে দূরে রাখে"কথাটি সত্যি হলেও রাতের বেলা তা প্রযোজ্য নয়। আপেলে থাকা পেকটিন এবং উচ্চ ফাইবার রাতে হজমপ্রক্রিয়াকে মন্থর করে দেয়। ফলে গ্যাস্ট্রিক, পেট ফাঁপা ও অস্বস্তির সৃষ্টি হয়।

কেন রাতে ফল খাওয়া ক্ষতিকর? সূর্যাস্তের পর মানুষের পরিপাকতন্ত্র বা হজমক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই ধীরগতির হয়ে যায়। ফলের মধ্যে থাকা প্রাকৃতিক শর্করা (ফ্রুকটোজ) রাতের বেলা সঠিকভাবে ভাঙতে পারে না। ফলে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমতে শুরু করে এবং রক্তে ইনসুলিনের ভারসাম্য বিগড়ে যায়। তাই ফল খাওয়ার সঠিক সময় হল সকালের প্রাতরাশ কিংবা বিকেলের হালকা স্ন্যাক্স হিসেবে। রাতে ঘুমানোর অন্তত তিন থেকে চার ঘণ্টা আগে সমস্ত ধরনের ফল খাওয়া বন্ধ করাই স্বাস্থ্যের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।

বাংলা সাহিত্যে রবিবাসর

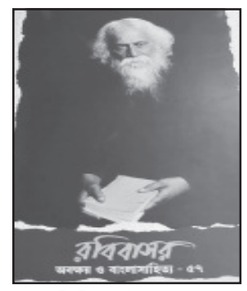

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কথায় বলে, সাহিত্য বড় রসের বিষয় বস্তু। একদিকে সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন বাস্তব জীবনের পটচিত্র ফুটে ওঠে অন্যদিকে ঠিক তেমনই সাহিত্যের মাধ্যমে গ্রামের আলপথ থেকে শহরের রাজপথের চিত্র খুব সহজেই তুলে ধরা হয়। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না চাওয়া না পাওয়ার বেদনাও ফুটে ওঠার পাশাপাশি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যুগের হাল হকিকতও ধরা পড়ে। রবিবাসর বইটির ড. পার্থ ঘোষের 'বিজ্ঞান, প্রবিযুক্তি ও অবক্ষয়' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'আইনস্টাইন বলতেন, বিজ্ঞানের সূত্রগুলো শুধু বলে দেয় কী করলে কী হবে, মানুষই ঠিক করে সে কী করবে'। ড. মীনাক্ষী সিংহের 'সাহিত্যে অবক্ষয়-- কাল থেকে কালোত্তরে' অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, 'অবক্ষয়, একটি প্রাতিস্বিক শব্দ বন্ধ। সমাজের অবক্ষয়ের প্রতিবিম্ব তো সাহিত্যে পড়বেই ; কারণ সেই বহু চর্চিত বাক্য তো সর্বজনমান্য--সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই সমাজের অবক্ষয় সাহিত্যেও রেখে যাবে অনিবার্য প্রভাব-- স্বাভাবিক'। ড. স্বাতী ভট্টাচার্যের 'জ্যান্ত এক ভাষা, পশুর শিকারি' অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, 'ভাষাকে সাধারণত আমরা ভাবি নির্মাণের বস্তু-- যা কিছু বাইরে থেকে পাওয়া, আর যা কিছু অন্তর থেকে উঠে আসা, সে সব মিলিয়ে যা তৈরি হয়, কিছুটা জ্ঞাতসারে, স্বপ্রবৃত্ত চেষ্টায়, আর কিছুটা মনেরও অগোচরে। ভেসে আসা সুর যেমন মনে থেকে যায় পরে একদিন মিশে যায় নিজের গানে'। এছাড়াও বইটির বিপ্রদাস ভট্টাচার্যের 'সমাজ সাহিত্য অবক্ষয়', ডক্টর কৃষ্ণপদ দাসের 'অবক্ষয়ে সমাজ-সাহিত্য : বিবেকী জিজ্ঞাসা', পারমিতা রায়ের 'আশাপূর্ণা দেবী' অধ্যায়গুলি বহু অজানা তথ্যকে পাঠকদের সামনে মেলে ধরে।

সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট রবিবাসর প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ৪০০ টাকা।

বর্ষায় চুল পড়া বন্ধ করার কিছু টিপস

ভ্যাপসা গরমের পর বর্ষায় হাফ ছেড়ে বাঁচে মানুষ। স্বস্তিদায়ক বর্ষা আসাতে স্বভাবতই খুশি মনে থাকে সবাই। কিন্তু চুলের হাল একদমই ভালো থাকে না। এ সময়ই চুলে বিভিন্নরকম সমস্যা দেখা দেয় সবচেয়ে বেশি চুল ওঠে ও, বর্ষায় চুল নিয়ে বিপত্তিতে আছেন! মাথায় চিরুনি দিলেই চুলে ভরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আর কয়েক দিন গেলেই মাথা খালি হয়ে যাবে। আজকের শহুরে জীবনে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কিছু টিপস বা উপায় মেনে চললেই এড়াতে পারেন এই সমস্যা। আপনার চুল আপনার মাথাতেই থাকবে। এবার জেনে নিন কি করতে হবে আপনাকে -

বৃষ্টিতে ভিজলেই আবার স্নান

বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে থাকে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ। তাই বৃষ্টিতে ভিজলে আবার চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। নইলে স্ক্যাল্পে জমে যাবে ওই ধূলিকণা। এর ফলে চুলের গোড়া আলগা হয়ে চুল পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই হাল্কা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে চুল ধুয়ে মাথা পরিষ্কার করে মুছে নিন। এর পর স্ক্যাল্পে দিন লেবুর রস। তাতে ধূলিকণা বেরিয়ে যাবে। মাথা ঢেকে রাখুন বাইরে বের হলেই মাথা ঢেকে রাখুন। বর্ষার আর্দ্রতা থেকে বাঁচবে চুল। মানানসই রঙিন টুপি বা স্কার্ফ ব্যবহার করুন। ফলে এক ঢিলে দুই পাখি। চুলও বাঁচল, ফ্যাশনও হলো।

ভেজা চুলে চিরুনি নয়

এই নিয়ম মনে রাখতে হবে সারাবছরই। তবে বর্ষায় ভাল করে চুল শুকিয়ে তবেই চুল আঁচড়াবেন। জট ছাড়াবার জন্য ব্যবহার করুন মোটা দাঁতের চিরুনি। ভিজা চুল আঁচড়ালে তা আরও ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশ্যই ব্যবহার করুন নিজের চিরুনি। কারণ বর্ষায় অন্যের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে বিপদের আশঙ্কা আরও বেশি।

গরম তেলের মালিশ

বর্ষার জন্য বেছে নিন উষ্ণ তেল। ভাল করে তা মালিশ করুন স্ক্যাল্পে। বর্ষার আর্দতায় চুলে যে জট পড়ে, তার হাত থেকে রেহাই পাবেন অনেকটাই। স্ক্যাল্পে তেল ফিরিয়ে আনবে চুলের হারিয়ে যাওয়া জেল্লা। চুল মজবুত তো হবেই। সেই সঙ্গে মসৃণও হবে। তেলতেলে হয়ে যাওয়ার ভয়ে বর্ষায় তেল থেকে দূরে থাকবেন না। বরং তেল মালিশের পরে শ্যাম্পু করে নিবেন। চুল থাকবে ঝরঝরে।

কন্ডিশনার দিতে ভুলবেন না

শ্যাম্পুর পরে ভাল করে চুলে কন্ডিশনার দিন। বেশি করে কন্ডিশনিং-এর প্রলেপ থাকুক চুলের ডগায়। যতটা মন দিয়ে চুলে কন্ডিশনার দেবেন, ততটাই যত্ন নিয়ে তা চুল থেকে ধুয়েও ফেলবেন। নয় তো হিতে বিপরীত। এখন অনেক এক্সপার্ট বলেন, বেশি তৈলাক্ত চুল হলে শ্যাম্পুর আগে ভিজে চুলে কন্ডিশনার দিতে। তারপর শ্যাম্পু করে নিলেই চুলের সুস্বাস্থ্য হাতের মুঠোয়।

হেয়ার স্টাইলিং বন্ধ থাকুক

যারা চুলে নিত্যনতুন স্টাইল করেন। বর্ষায় এই স্টাইল বন্ধ রাখুন। এমনিতেই রাসায়নিক ক্ষতি করে চুলের। বর্ষায় সেই ক্ষতির বহর বেড়ে যায়। কারণ ওই রাসায়নিক স্ক্যাল্পে জমে ক্ষতি করে চুলের। তাই বর্জনীয়।

জন্মদিনে কেন মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নেভানো হয়

জন্মদিন এলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুন্দর কেক আর তার ওপর জ্বলতে থাকা একগুচ্ছ রঙিন মোমবাতি। আলো নিভিয়ে গান গাওয়া আর এক ফুঁয়ে মোমবাতি নিভিয়ে কেক কাটা আজ গোটা দুনিয়ার অন্যতম প্রধান রেওয়াজ। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি, মিষ্টি খাবার হিসেবে কেক আর মোমের আলো নেভানোর এই অদ্ভুত নিয়ম ঠিক কোথা থেকে এল? ইতিহাসবিদদের মতে, বিশেষ দিন উদযাপনের এই চমৎকার ভাবনার প্রথম সূচনা হয়েছিল প্রাচীন মিশরের হাত ধরে। সেখানে সাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং ফারাও বা রাজাদের যেদিন মাথায় রাজমুকুট পরানো হত, সেদিনটিকে বিশেষ মর্যাদায় পালন করা হত। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত, রাজ্যাভিষেকের পর রাজা মানুষ থেকে ঈশ্বরে পরিণত হন এবং এটিই তাঁদের আসল নতুন জন্মের দিন। মিশরীয়দের এই রাজকীয় ধারণার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে মিষ্টি কেকের সংযোগ ঘটিয়েছিল প্রাচীন গ্রিসের মানুষ। তারা তাদের চাঁদের দেবী 'আর্টেমিস'-কে খুশি করার জন্য গোল চাঁদের মতো দেখতে বিশেষ ধরনের কেক তৈরি করত। খাঁটি মধু আর ময়দা দিয়ে তৈরি এই গোল কেক দেবীর মন্দিরে নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করার মাধ্যমেই কেকের আসল চল শুরু হয়। গ্রিকরাই প্রথম সেই চাঁদের আকৃতির কেকের ওপর জ্বলন্ত মোমবাতি বসানোর রীতি চালু করেছিল। চাঁদের স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলোর রূপ ফুটিয়ে তোলাই ছিল কেকের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখার মূল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জ্বলন্ত এই পবিত্র শিখা মানুষের মনের ভক্তি ও সব প্রার্থনা সরাসরি স্বর্গের দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেয়। মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নেভানোর পেছনের রহস্যটিও গ্রিকদের তৈরি করা এক চমৎকার বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাদের ধারণা ছিল, মোমবাতি নেভানোর ঠিক পরমুহূর্তে যে ধোঁয়া সোজা আকাশের দিকে উড়ে যায়, তা মানুষের মনের সুপ্ত ইচ্ছেকে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়। এই প্রাচীন ভাবনা থেকেই আজকের দিনে মোমবাতি নেভানোর আগে চোখ বন্ধ করে 'উইশ' করার নিয়ম চালু হয়েছে। অন্যদিকে জার্মানির 'কিন্ডারফেস্ট' নামের এক প্রাচীন প্রথা থেকে জন্মদিনের মোমবাতি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে শিশুদের জন্মদিনে বিশেষ ধরনের কেক বা রুটির ঠিক মাঝখানে একটি বড় মোমবাতি সারাদিন জ্বালিয়ে রাখা হত। এই একটি জ্বলন্ত শিখা ছিল মানুষের জীবনের আলো ও সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতীক, যা আজ সংখ্যা অনুযায়ী বসানো হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে বিশ্বাস করা হত যে, জন্মদিনের দিনে মানুষের ওপর অশুভ আত্মা বা খারাপ শক্তির কড়া নজর থাকে। তাই খারাপ শক্তিকে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখার জন্য সারাদিন মোমবাতির আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। পাশাপাশি বন্ধু ও আত্মীয়রা সবাই মিলে খুব চিৎকার-চেঁচামেচি, গান ও আনন্দ করত, যাতে শব্দ শুনে কোনও অশুভ ছায়া কাছে ঘেঁষতে না পারে। এককালে শুধু সমাজের রাজা, ধনী বা ক্ষমতাশালী অভিজাত পরিবারের মানুষরাই ঘটা করে নিজেদের জন্মদিনের আনন্দ উদযাপনের সুযোগ পেতেন। সাধারণ মানুষ তখন কেবল সন্তদের দিন পালন করত, কিন্তু সময়ের নিয়মে সমস্ত ভেদাভেদ মুছে গিয়ে আজ তা সবার উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাই পরের বার যখন জন্মদিনে মোমবাতি নেভাবেন, মনে রাখবেন আপনি কিন্তু হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গেই পা মেলাচ্ছেন।

চশমার কাচ কীভাবে পরিষ্কার করবেন

চশমার কাচ একটু ঘোলাটে হলেই চার পাশের সবকিছু কেমন ধোঁয়াশা দেখতে লাগে। আর ঠিক সেই সময়েই আপনি হয়তো হাতের কাছে থাকা টি-শার্টের কোণা, শাড়ির আঁচল কিংবা পকেটের রুমাল টেনে নিয়ে কাচের ওপর জোরদার ঘষাঘষি শুরু করে দেন! আর ভাবেন কাচ পরিষ্কার হয়ে গেল, তাই তো? তবে জানেন কী এই ছোট্ট ভুলেই কিন্তু আপনি নিজের সাধের চশমাটির বারোটা বাজাচ্ছেন। কাপড়ে লুকিয়ে থাকা সূক্ষ্ম ধুলোবালির ঘষা লেগে লেন্সের ওপর এমন দাগ বসে যায়, যা পরে চোখের ক্ষতি তো করেই, দেখতেও অসুবিধা হয়। দোকানের দামী ক্লিনার না কিনেও ঘরের খুব সাধারণ জিনিস দিয়েই চশমা নতুনের মত ঝকঝকে করা সম্ভব।

আগে নিজের হাত ধুয়ে নিন: চশমা পরিষ্কার করার আগে আপনি নিজের হাত সাবান-জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। না হলে হাতের তেল, ঘাম বা ক্রিম চশমার কাচে লেগে দাগ আরও বাড়িয়ে দেবে। শুকনো কাপড়ে ঘষাঘষি বন্ধ করুন: রাস্তায় বেরিয়ে চশমায় ধুলো জমলে আপনি কখনই শুকনো কাপড় দিয়ে ঘষবেন না। আগে সাধারণ পরিষ্কার জলের ধারায় চশমাটি ভালো করে ধুয়ে নিন। এতে আলগা ধুলোবালি সহজেই জলের সঙ্গে ধুয়ে যাবে এবং কাচে কোনও আঁচড় পড়বে না।

বাসন মাজার তরল সাবান: আঙুলের তেলচিটে ছাপ দূর করতে আপনি সামান্য এক ফোঁটা সাধারণ তরল ডিশ ওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। আঙুল দিয়ে কাচের দুই পিঠে ও ফ্রেমের খাঁজে আলতো করে লাগিয়ে পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলুন। খেয়াল রাখবেন সাবানটিতে যেন অতিরিক্ত সুগন্ধি বা ময়েশ্চারাইজার না থাকে।

মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে মুছুন: জল ঝরিয়ে চশমার বক্সের সঙ্গে পাওয়া নরম মাইক্রোফাইবারের কাপড়টি দিয়ে আলতো হাতে মুছে নিন। তবে সেই কাপড়টিও আপনি মাঝে মাঝে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে রাখবেন, না হলে কাপড়ে জমে থাকা ময়লাই আবার কাচে লেপ্টে যাবে। টুথপেস্ট দিয়ে সাফাইয়ের ভুল করবেন না: ইন্টারনেটের ভিডিও দেখে চশমার দাগ তুলতে আপনি ভুলেও টুথপেস্ট বা বেকিং সোডা ব্যবহার করবেন না। এগুলো লেন্সের কোটিং পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। লেন্সে যদি গভীর আঁচড় পড়ে যায়, তবে চশমার দোকানে গিয়ে লেন্স বদলে নেওয়াই আপনার জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

চশমা খুলে রাখার সময় কাচের দিকটি কখনও টেবিলের দিকে নামিয়ে রাখবেন না। এই সামান্য কটি নিয়ম মানলেই চশমার কাচ থাকবে সবসময় পরিষ্কার, আর চার পাশটাও দেখতে পাবেন একদম ঝকঝকে ও স্পষ্ট।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এই সব খাবার গুলি

করোনাকালে শরীরের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শরীরে রোগ বাসা বাঁধলে করোনার ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকটাই। এই সময়ে অনেকেই নানা আতঙ্কে কাটান এবং দীর্ঘসময় ধরে বাসাবাড়িতে অবস্থান করেন। এতে করে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। তাই পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শরীরের জন্য অন্যতম জরুরি উপাদান হলো পটাশিয়াম। তাই খাবারে রাখতে হবে পটাসিয়াম। ফলের মধ্যে কলা খেলে পটাশিয়াম ঘাটতি নিয়ে চিন্তা থাকে না। মাঝারি আকারের একটা কলায় পটাসিয়াম থাকে প্রায় ৪২২ মিলিগ্রাম। কিন্তু অনেকেই কলা খেতে পছন্দ করেন না। সে ক্ষেত্রে শাক, টমেটো, ফলের রস এবং সব রকমের ডালে মিটবে পটাশিয়ামের ঘাটতি। এই সময়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা জরুরি। তাই যাদের কলা খেতে সমস্যা নেই, তারা কলা তো খাবেনই এর সঙ্গে আরও যা খেতে পারেন তা জেনে নিন. ডাবের জল চিকিতকরা বলেন, পুষ্টির সমাহার রয়েছে ডাবের জলে। এক কাপ ডাবের জলে প্রায় ৪০৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। তাই নিয়মিত ডাবের জল খেলে পটাশিয়ামের ঘাটতি দূর হবে। তাতে আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে। বেদানা এই ফলে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ফোলেট। ১০০ গ্রাম বেদানায় পটাশিয়ামের পরিমাণ ২৩৬ মিলিগ্রাম। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর এটি। তাই খাবারের তালিকায় বেদানা রাখার চেষ্টা করুন। লেবুজাতীয় ফল পটাশিয়ামের সমাহার রয়েছে মোসাম্বিতে। ১০০ গ্রাম মোসাম্বিতে রয়েছে ৪৯০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম। এছাড়া ১০০ গ্রাম কমলালেবুতে রয়েছে ১৮১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম। যে কোন লেবুতে পাবেন পটাশিয়াম। তরমুজ এই ফলে জলের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় উপকারী তরমুজ, এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। মাত্র এক টুকরা তরমুজে (গোটা তরমুজের ১৬ ভাগের এক ভাগ) ৩২০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম থাকে। যা প্রতিদিনের প্রয়োজনের প্রায় ৭ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। আলু খাবারে আলু থাকে না, এ রকম মানুষ পাওয়া বেশ দুষ্কর। ১০০ গ্রাম আলুতে ৪২১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম রয়েছে। তাই সহজেই অপরিহার্য উপাদানের ঘাটতি মেটায় এই সবজি।

প্লাস্টিকের টুলে গোল গর্ত কেন থাকে?

প্লাস্টিকের টুল নিশ্চয়ই আপনার বাড়িতেও রয়েছে? বসার ঘর, বারান্দা কিংবা চায়ের ঠেক, যেখানেই যান না কেন, প্লাস্টিকের এই টুল আমরা রোজই ব্যবহার করি। কিন্তু কখনও কি বসে বসে খেয়াল করেছেন, এই টুলের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট গোল ফুটো কেন থাকে?

যদি ভেবে থাকেন ওটা শুধু আঙুল গলিয়ে এক হাত দিয়ে তোলার জন্য, তবে কিন্তু আপনি একা নন! অনেকেই ভাবেন এটা নিছক একটা হাতল বা ডিজাইনের অঙ্গ। কিন্তু সত্যিটা জানলে আপনি চমকে যাবেন। এই সাধারণ ফুটোটির পেছনে লুকিয়ে আছে এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কারণ। টুলগুলো আটকে যায় না কেন?

জায়গা বাঁচাতে আমরা প্রায়ই একটা টুলের ওপর আরেকটা টুল সাজিয়ে স্তূপ করে রাখি। যদি মাঝখানে ওই ছিদ্রটি না থাকত, তবে কী হত বলুন তো? ওপরের টুলটা নিচের টুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাঝের হাওয়া আটকে গিয়ে এক ধরনের ভ্যাকিউমের মতো চাপের পার্থক্য তৈরি হতে পারত। তখন দুটো টুল আলাদা করতে তুলনামূলক বেশি সমস্যা হত। মাঝের এই ফুটো থাকায় বাতাস চলাচল করতে পারে, ফলে টুল দুটো সহজেই আলাদা করা যায়।

ভাঙন ঠেকায় এই গোল নকশা আপনার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, মাঝখানে ফুটো করলে টুল তো দুর্বল হয়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু এই ছিদ্রের গোল আকৃতিরও একটি বৈজ্ঞানিক সুবিধা রয়েছে। খেয়াল করেছেন কখনও, এই ফুটোটি কিন্তু চারকোনা নয়, গোল হয়? কারণ চারকোনা ছিদ্রের তীক্ষ্ণ কোণায় চাপ বা stress concentration তুলনামূলক বেশি হতে পারে, যার ফলে সেই অংশে ফাটল তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে। গোল ছিদ্রে এমন তীক্ষ্ণ কোণ থাকে না। তৈরির সময় প্লাস্টিক বাঁকা হয় না প্লাস্টিক গলিয়ে ছাঁচে ফেলে এই টুল তৈরি করা হয়। যদি পুরোটা নিরেট থাকত, তবে একই পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যবহার করে টুল তৈরি করতে বেশি উপাদান লাগত এবং টুলটিও অনেক ভারী হয়ে যেত। মাঝের ফাঁকা অংশ থাকায় কম প্লাস্টিক ব্যবহার করে তুলনামূলক হালকা ও ব্যবহারযোগ্য নকশা তৈরি করা যায়। পাশাপাশি, প্লাস্টিকের তৈরি টুলে এমন ফাঁপা বা খোলা নকশা তৈরির ফলে উৎপাদনের সময় উপাদানের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

তাছাড়া জল পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে নেমে যায়, ধুয়ে দিলেও চটপট শুকিয়ে যায়। ভাবুন তো, চোখের সামনে থাকা এত সাধারণ একটা গোল ফুটোর মধ্যে কত বড় বুদ্ধিমত্তা লুকিয়ে রয়েছে!

পাসওয়ার্ড নাকি পিন, ফোনের সুরক্ষায় কোনটি সেরা

স্মার্টফোনের সুরক্ষা নিয়ে কম-বেশি সকলেরই মাথা খারাপ হয়ে যায়! আপনি কি সারাদিন ভাবতে থাকেন এই বুঝি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি হয়ে গেল, কিংবা এই বুঝি ফোনের দরকারি ছবি ও চ্যাট অন্যের হাতে চলে গেল? সারাদিনের ব্যাংকিং লেনদেন, অফিসের জরুরি মেইল থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া, সবকিছুই এখন একটা মুঠো ফোনে বন্দি। তাই ফোন সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে অনেকেই ভাবেন, অনেক বড় ও জটিল কোনও পাসওয়ার্ড দিলেই বুঝি সব বিপদ থেকে মুক্তি মিলবে। কিন্তু প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই ধারণাটি একেবারেই ভুল! কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? আসলে অনলাইনে সুরক্ষিত থাকা আর ফোনের স্ক্রিন লক করা, দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ফেসবুক বা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে লম্বা পাসওয়ার্ড খুব ভালো কাজ করে। কিন্তু দিনে একশো বার ফোন খোলার সময় অত বড় পাসওয়ার্ড বারবার লেখা বিরক্তিকর। এই ঝামেলা এড়াতে গিয়ে বেশিরভাগ মানুষ পাসওয়ার্ডটি ফোনের নোটবুকে লিখে রাখেন বা পাশের বন্ধুকে বলে দেন। আর এই ভুলেই পুরো নিরাপত্তা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

ঠিক এই কারণেই ফোনের স্ক্রিন লকের জন্য একটি শক্তপোক্ত পিন অনেক বেশি কাজের। আধুনিক স্মার্টফোনে এমন নিরাপত্তা থাকে যে, কেউ ভুল পিন বারবার দিলে চেষ্টা করার সময় বেড়ে যায় বা ফোন কিছুক্ষণের জন্য নিজে থেকেই লক হয়ে যায়। ফলে বাইরের কোনও মানুষ আন্দাজে নম্বর বসিয়ে ফোন খোলার সুযোগ পায় না। তবে পিন দেওয়ার সময় ১২৩৪, ০০০০, কিংবা নিজের জন্মতারিখ বা গাড়ির নম্বরের মতো সহজ সংখ্যা কখনও ব্যবহার করা চলবে না। এমন সংখ্যার এমন পিন বেছে নেওয়া ভালো, যার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের কোনও মিল নেই। অন্যদিকে, অনলাইন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু লম্বা ও কঠিন পাসওয়ার্ড দেওয়াই উচিত। সোশাল মিডিয়া ও ব্যাংকিং অ্যাপের জন্য আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে চালু রাখতে হবে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA)। এতে পাসওয়ার্ড জেনে গেলেও আপনার অনুমতি ছাড়া কেউ অ্যাকাউন্টে ঢুকতে পারবে না। অর্থাৎ, ফোনের স্ক্রিনে পিন আর অনলাইন অ্যাকাউন্টে আলাদা পাসওয়ার্ড দিলে আপনার ডিজিটাল জীবন থাকবে অনেকটাই সুরক্ষিত।

'অপারেশন সিঁদুর ভারতের দেশীয় প্রতিরক্ষা সক্ষমতা তুলে ধরেছে': কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বি.এল. বর্মা

বেঙ্গালুরু, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): 'অপারেশন সিঁদুর' ভারতের দেশীয় অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত এখন আর কোনও দেশের পিছনে নেই বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন এবং সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বি.এল. বর্মা।

শনিবার বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল টেস্ট হাউসের (এনটিএইচ) ১১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এবং এনটিএইচ-এর নতুন ভবনের উদ্বোধন করে বর্মা বলেন, আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে দেশে তৈরি পণ্যগুলির প্রযুক্তিগত সক্ষমতা 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা দেখেছি, বিশ্ব আমাদের দেশীয় অস্ত্র এবং শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে। আজ ভারত আর কারও পিছনে নেই।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, গুণমান, পণ্যের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে এনটিএইচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এনটিএইচ-এর ১১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিষ্ঠানটির ১১৪ বছরের নিরলস পরিষেবার স্বীকৃতি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বর্মা জানান, ১৯১২ সালে কলকাতার আলিপুরে 'গভর্নমেন্ট টেস্ট হাউস' হিসেবে এনটিএইচ-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি ভারতের জাতীয় গুণমান পরিকাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'আত্মনির্ভর ভারত', 'জিরো ডিফেক্ট, জিরো ইফেক্ট' এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে বলেও জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত লক্ষ্যের ভিত্তি হল গুণমান। কোনও পণ্যের গুণমান তার নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করে এবং সেই নির্ভরযোগ্যতাই একটি পণ্যকে ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর 'রিফর্ম, পারফর্ম অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম' ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এনটিএইচ-কে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে বলেও জানান বর্মা।

তিনি বলেন, এনটিএইচ এখন ড্রোন পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশনের মতো নতুন ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে। প্রতিরক্ষা, কৃষি, সমীক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। তাই নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন একটি নিরাপদ ও শক্তিশালী ড্রোন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ইলেকট্রিক গাড়ির (ইভি) ব্যাটারি পরীক্ষার পরিকাঠামোর কথাও তুলে ধরেন তিনি। ইভি ব্যাটারি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা শিল্পক্ষেত্রে নিরাপদ, দক্ষতা এবং বিশ্ব বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান তিনি।

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিকাঠামো সম্প্রসারণের গুরুত্বও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। রাসায়নিক নিরাপত্তা, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণের পরীক্ষা, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য এই সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি জানান।

বেঙ্গালুরুর নতুন এনটিএইচ ভবন প্রসঙ্গে বর্মা বলেন, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, গবেষণা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উন্নত শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় বেঙ্গালুরুতে এই প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তাঁর মতে, বেঙ্গালুরুতে এনটিএইচ-এর উপস্থিতির ফলে শিল্প সংস্থা, স্টার্টআপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্ভাবকরা উন্নত পরীক্ষা ও প্রযুক্তিগত পরিষেবা আরও সহজে পাবেন।

নতুন ভবনটি শুধুমাত্র পরিকাঠামো সম্প্রসারণ নয়, ভবিষ্যতের পরীক্ষার প্রয়োজন মেটাতে ভারতের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও জাতীয় গুণমান পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেও মন্তব্য করেন বর্মা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/SNM/PWD/2026-27, Dt: 27-08-2026

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 03/09/2026 for the following work:

Sl No.	Name of Work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	08/B/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27	54,48,520.00	1,08,970.00	180 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1796/26

(Er. Dhananjay Debra)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 13/EE/AGRI/N/2026-27

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on single bid system from the eligible bidders for the following works :-

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Development of Infrastructure facilities of Dulugoan Rural Market under Gournagar Agri. Sub-division Unokoti Tripura 07/EE/AGRI/NORTH/2026- District S/H:- Providing Internal Electrification (3rd call)	07/EE/AGRI/NORTH/2026-27	12,50,975.00	25,020.00
2	Development of Infrastructure facilities of Jalabassa Rural Market under Panisagar Agri. Sub-division North Tripura 08/EE/AGRI/NORTH/2026- District S/H:- Providing Internal Electrification (3rd call).	08/EE/AGRI/NORTH/2026-27	11,95,956.00	23,919.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 03/09/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 03/09/2026 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1789/26

[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.

ছাত্রীদের হাতে রাখি পরালেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ

কাঁঠালিয়া, ২৯ আগস্ট: শুভ রাখি বন্ধন পূর্ণিমা ও রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে ধনপুর বিধানসভার বিধায়ক বিন্দু দেবনাথের উদ্যোগে কাঁঠালিয়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজের দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়ের গার্লস হোস্টেলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিন্দু দেবনাথের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তারাও। হোস্টেলে অবস্থানরত ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে রাখি বন্ধনের তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন বিধায়ক।

আলোচনায় বিন্দু দেবনাথ বলেন, রাখি বন্ধন জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার উৎসব। এই উৎসব সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বার্তা বহন করে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনা শেষে হোস্টেলে থাকা সমস্ত স্কুলপড়ুয়া ছাত্রীর হাতে নিজে রাখি পরিয়ে দেন বিধায়ক। এই আয়োজনকে ঘিরে ছাত্রীদের মধ্যেও উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়।

জানা গেছে, রাখি বন্ধন উপলক্ষে একই দিনে ধনপুর বিধানসভা এলাকায় আরও একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিধায়ক। প্রথমে ধনপুরের বিএসএফ ক্যাম্পে রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্বে থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজের দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়ের গার্লস হোস্টেলে গিয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন তিনি।

রাখি বন্ধনের মধ্য দিয়ে সমাজে ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য বলে জানান আয়োজকরা।

ধর্মনগর থানায় পুলিশকর্মীদের রাখি পরাল মহিলা মোর্চা ও এবিভিপি

ধর্মনগর, ২৯ আগস্ট: ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সুরক্ষার বার্তা নিয়ে ধর্মনগর থানায় রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল উত্তর জেলা মহিলা মোর্চা ও ধর্মনগর এবিভিপি। শনিবারের এই কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্যারা থানায় উপস্থিত হয়ে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সদস্যারা বলেন, রাখি শুধু একটি সুতো নয়, এটি ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বাস, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সুরক্ষার প্রতীক। সমাজের নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশকর্মীরা দিনরাত যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাখি বন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ ধর্মনগর থানার একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী। তাঁদের হাতে রাখি পরিয়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বার্তা দেন মহিলা মোর্চা ও এবিভিপির সদস্যারা।

এদিনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একতা, আত্মীয়তা, সেবা ও সংস্কৃতির চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার সংকল্প নেওয়া হয়। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া পুলিশকর্মীরাও এই উদ্যোগের জন্য মহিলা মোর্চা ও এবিভিপি সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।রাখি বন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর থানায় এদিন এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলা: ১৩ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনআইএ-র চার্জশিটে আদালতের আমল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণ মামলায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র দাখিল করা চার্জশিটের উপর শনিবার আমল নিল দিল্লির বিশেষ এনআইএ আদালত। এই বিস্ফোরণে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছে আদালত।

২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর লালকেল্লার কাছে গাড়িবোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে এনআইএ। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ডা. উমর উন নবিও বিস্ফোরণে নিহত হন। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভেহিকল-বোর্ন ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস-এর বিস্ফোরণের পর গোটা দেশে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। বিস্ফোরণে আশপাশের সম্পত্তিরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এর আগে এনআইএ প্রায় ৭,৫০০ পাতার একটি বিশদ চার্জশিট দাখিল করেছিল। তাতে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ), ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), বিস্ফোরক পদার্থ আইন, অস্ত্র আইন এবং সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় ১০ জনকে অভিযুক্ত করা হয়।

এনআইএ-র দাবি, অভিযুক্তরা আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিইউএইচ)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সংগঠনকে ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।প্রাথমিক চার্জশিটে অন্যতম মূল অভিযুক্ত হিসেবে ডা. উমর উন নবির নাম ছিল। পুলওয়ানার বাসিন্দা উমর হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিনের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কার্যক্রম বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিল এনআইএ।

প্রাথমিক চার্জশিটে অন্য অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন আমির রশিদ মীর, জাসির বিলাল ওয়ানি, ডা. মুজাম্মিল শাকিল, ডা. আদিল আহমেদ রাদার, ডা. শাহিন সইদ, মুফতি ইরফান আহমেদ ওয়াগে, সোয়াব, ডা. বিলাল নাসির মাল্লা এবং ইয়াসির আহমেদ দার।

জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং দিল্লি-এনসিআর জুড়ে তদন্ত চালায় এনআইএ। তদন্তে ৫৮৮ জন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯৫টিরও বেশি নথি এবং ২০০-র বেশি বাজেয়াপ্ত সামগ্রী ও বস্তু পরীক্ষা করা হয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

পরবর্তীতে ২৭ জুন আরও তিন অভিযুক্তজম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা জমির আহমেদ আহাঙ্গার, তুফাইল আহমেদ ভাট এবং মুজাফর আহমেদ ওরফে ফারাজ ওরফে জাফরের বিরুদ্ধে সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করে এনআইএ। এর ফলে মোট চার্জশিটভুক্ত অভিযুক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩।

এনআইএ-র দাবি, পলাতক অভিযুক্ত মুজাফর আহমেদ পেশায় শিশু চিকিৎসক এবং সহ-অভিযুক্ত আদিল আহমেদ রাদারের দাদা ভাই। সে 'এজিউএইচ ইন্টারিম'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং উমর উন নবী, মুজাম্মিল, আদিল ও মুফতি ইরফানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি।

তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২২ সালের জুনে শ্রীনগরে একটি গোপন ঈদগাহ বৈঠকে মুজাফর উপস্থিত ছিল। ওই বৈঠকেই 'এজিউএইচ অন্তর্বর্তীকালীন' সন্ত্রাসী মডিউল তৈরি হয়েছিল বলে এনআইএ-র দাবি।

এনআইএ আরও অভিযোগ করেছে, ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে উমর ও মুজাম্মিল পরিচালিত একটি গোপন কেন্দ্রে টিএটিপি-ভিত্তিক আইইডি তৈরি, পরীক্ষা এবং মজুত করার কাজে মুজাফর যুক্ত ছিল। বর্তমানে পলাতক মুজাফরের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এনআইএ-র অভিযোগ অনুযায়ী, জমির 'এজিউএইচ অন্তর্বর্তীকালীন'-এর ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার (ওজিডব্লিউ) হিসেবে হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত এবং ওই সন্ত্রাসী মডিউলের জন্য অস্ত্র, গোলাবারুদ ও নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত।

অন্যদিকে, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার প্রাক্তন ওজিডব্লিউ তুফাইলকে অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এনআইএ। হ্যান্ডলারদের মাধ্যমে নির্ধারিত 'ডেড ড্রপ'-এর সাহায্যে একটি একে-৪৭, একটি ক্রিনকভ রাইফেল, একটি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও জীবন্ত গোলাবারুদ সংগ্রহ করে উমর উন নবির কাছে ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সরবরাহ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।বহুমাত্রিক বৈজ্ঞানিক তদন্তের মাধ্যমেও অভিযুক্তদের মধ্যে যোগসূত্রের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে এনআইএ। এর মধ্যে ফরেনসিক পরীক্ষা, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলির জিও-লোকেশন ম্যাপিং এবং বিস্তারিত আর্থিক লেনদেনের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দুর্গাপুজোয় মাংস বিক্রি নিয়ে ভিএইচপির 'নির্দেশিকা', বাংলায় শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো উদযাপন নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-এর জারি করা একগুচ্ছ 'নির্দেশিকা' ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। পুজোর মণ্ডপ ও তার আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়া সীমিত করার ভিএইচপির আহ্বানকে কেন্দ্র করে জেডিইউ, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের নেতারা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

ভিএইচপির নির্দেশিকা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জেডিইউ-এর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্যাম রজক দুর্গাপুজোর সময় মাংস ও মাছ বিক্রি বন্ধ রাখার প্রস্তাবকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। তবে একইসঙ্গে দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত কিছু ধর্মীয় প্রথায় পশুবলির বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বলির পর প্রাপ্ত মাংস নিয়ে কী করা হবে।

রজক বলেন, "দুর্গাপুজোর সময় মাংস ও মাছ বিক্রি বন্ধ করা ভালো বিষয়। তবে একটি প্রশ্ন রয়েছেদুর্গাপুজোর সময় অনেকে পশুবলি দেন এবং পশুবলি কিছু ধর্মীয় প্রথা ও ঐতিহ্যের অংশ। সেই বলির পর মাংস নিয়ে কী হবে? মানুষ কি তা ব্যবহার করতে পারবেন?"

তিনি ভিএইচপিকে বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, সংগঠনটি যদি মাছ-মাংস বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাহলে প্রথমে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির কাছে পশুবলির প্রথা বন্ধ করার আবেদন করা উচিত।

ভিএইচপির অবস্থানকে সমর্থন করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদেশের সভাপতি উপাসনা অরোরা। দিল্লিতে তিনি বলেন, ভিএইচপির নির্দেশিকাকে তিনি ইতিবাচকভাবেই দেখছেন এবং এটি দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যবাহী প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অরোরা বলেন, ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখে আসছেন যে দুর্গাপুজোর সময় অনেক পরিবারে সাধারণত মাংস ও মদ খাওয়া বন্ধ রাখা হয়। এমনকি এই সময় তিনি নিজের বাড়িতে পেঁয়াজও ঢুকতে দেন না বলে জানান।

তাঁর মতে, এই ধরনের প্রথা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ এবং সেই মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব ভিএইচপির রয়েছে।

তবে ভিএইচপির দাবির তীব্র বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ। তাঁর প্রশ্ন, মানুষ কী খাবেন বা কী খাবেন না, তা নির্ধারণ করার অধিকার ভিএইচপিকে কে দিয়েছে।

উদিত রাজ বলেন, "মানুষ কী করবে, তা নির্ধারণ করার জন্য তারা কারা? তারা কি নির্বাচিত প্রতিনিধি? তারা যা করছে, তা ভুল প্রচার তৈরি করছে। কে কী খাবেন এবং কী খাবার পাবেন, তা সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। এই বিষয়ে কোনও সার্কুলার জারি করার অধিকার তাদের নেই।"

উল্লেখ্য, বাংলায় দুর্গাপুজোর আগে শুক্রবার ভিএইচপি তাদের নির্দেশিকা প্রকাশ করে। সংগঠনটি পুজোর আয়োজনকে ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে পুজোর মণ্ডপ এবং তার আশপাশে আমিষ খাবার বিক্রি ও খাওয়া বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়।

তবে ভিএইচপি স্পষ্ট করেছে, দুর্গাপুজোর সময় গোটা বাংলায় আমিষ খাবারের উপর কোনও সার্বিক নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হচ্ছে না। সংগঠনটি স্বীকার করেছে যে বাংলার দুর্গাপুজো ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ নিরামিষ প্রথা অনুসরণ করে না। তবে দেবীর প্রতিমার পবিত্রতা বজায় রাখা এবং প্রতিমাকে আমিষ খাবারের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার উপর জোর দিয়েছে তারা।

ভিএইচপির এই নির্দেশিকা ঘিরে ধর্মীয় ঐতিহ্য, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক রীতি এবং প্রকাশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আশপাশের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে বৃহত্তর বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কৃষ্ণনগর ক্লাবের উদ্যোগে মেগা আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: সুস্থ সমাজ গঠন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কৃষ্ণনগর ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজন করা হলো মেগা আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য শিবির। স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ, সাফাই কর্মীদের মধ্যে ক্লিনিং কিট বিতরণ এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সম্মান জানানোর মতো একাধিক সমাজসেবামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয় ।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অমিতাভ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।মেগা আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুস্থ জীবনযাপনের বিষয়ে উপস্থিতদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয় ।অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা দিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালন করা হয়। পাশাপাশি এলাকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সাফাই কর্মীদের হাতে ক্লিনিং কিট তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের সমাজের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানও জানানো হয় ।আয়োজকদের বক্তব্য, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা একটি সুস্থ সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সেই ভাবনাকে সামনে রেখেই স্বাস্থ্য শিবিরের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনেও মানুষের পাশে থেকে এই ধরনের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

স্কুলশিক্ষার মান নিয়ে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে নিশানা কংগ্রেসের, 'কোনও জেলাই ৬০ শতাংশ পার করেনি'

ভোপাল, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): কেন্দ্রের শিক্ষা মন্ত্রকের জেলাসমূহের কর্মক্ষমতা গ্রেডিং সূচক (পিজিআই-ডি) ২০২৫-২৬ রিপোর্ট সামনে রেখে মধ্যপ্রদেশের স্কুলশিক্ষার মান নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করল বিরোধী কংগ্রেস। দলের রাজ্য সভাপতি জিতু পাটওয়ারি দাবি করেছেন, রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশের কোনও জেলাই ৬০ শতাংশ নম্বরের গণ্ডি পেরোতে পারেনি।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে লেখা চিঠিতে পাটওয়ারি জানান, রাজ্যের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী জেলা ৬০০-র মধ্যে ৩৩৩ নম্বর পেয়েছে, যা মাত্র ৫৫.৫ শতাংশ। তিনি বলেন, "এই রিপোর্টে মধ্যপ্রদেশের পরিস্থিতিকে রাজ্য সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুতর রিপোর্ট কার্ড হিসেবে দেখা উচিত। মধ্যপ্রদেশের কোনও জেলাই ৬০ শতাংশের গণ্ডি পেরোতে পারেনি।"পিজিআই-ডি ২০২৫-২৬-এ দেশের ৭৮৪টি জেলার স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থা ৭০টি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে পড়াশোনার ফলাফল, স্কুলের পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ও শিশু সুরক্ষা, ডিজিটাল শিক্ষা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মতো বিষয় রয়েছে ।রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দুর্বলতা তুলে ধরে পাটওয়ারি বলেন, ভোপালে পড়াশোনার ফলাফল সূচকে প্রায় ৪৭ শতাংশ এবং স্কুল নিরাপত্তায় প্রায় ৩৭ শতাংশ স্কোর হয়েছে। ইন্দোরে স্কুলের পরিকাঠামো সংক্রান্ত সূচকে প্রায় ৪১ শতাংশ এবং পড়াশোনার ফলাফলে প্রায় ৪৭ শতাংশ স্কোর হয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক জেলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে দাবি করেন তিনি। সাগর প্রায় ২৪ শতাংশ, বরওয়ানি ১৬ শতাংশ, আগর-মালওয়া ২৮ শতাংশ এবং ধার ২০ শতাংশ স্কোর করেছে বলে জানান পাটওয়ারি ।কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট করে বলেন, "এই পরিসংখ্যান কংগ্রেসের কোনও সমীক্ষার ফল নয়। এগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের মূল্যায়ন ব্যবস্থার ভিত্তিতে তৈরি।" ইউডিআইএসই+, পরখ রাষ্ট্রীয় সার্ভেক্ষন ২০২৪ এবং প্রবন্ধ-এর মতো সরকারি তথ্যসূত্রের ভিত্তিতেই এই তথ্য তৈরি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।পাটওয়ারি প্রতিটি জেলার পিজিআই-ডি ফলাফল প্রকাশ্যে পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি পড়াশোনার ফলাফল উন্নত করতে সময়সীমাবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণেরও দাবি করেছেন তিনি ।যেসব জেলায় ডিজিটাল শিক্ষার স্কোর ৩০ শতাংশের নিচে, সেখানে ডিজিটাল রিসোর্স, ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্ট ক্লাস এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের অডিট করার দাবি জানিয়েছেন পাটওয়ারি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (আইএএনএস): তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর করল কলকাতা পুলিশ। শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর দক্ষিণ কলকাতার হেস্টিংস থানায় এই এফআইআর দায়ের করা হয়।

শুক্রবার মধ্য কলকাতার ক্যাথেড্রাল রোডে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ আয়োজনের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্ট একাধিক বিধিনিষেধ জারি করেছিল। এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই নির্দেশের কয়েকটি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

পুলিশের এফআইআরে আরও অভিযোগ, আদালত নির্ধারিত সময়সীমা দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্যাথেড্রাল রোডে কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ের পরেও চলতে থাকে। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ানো এবং তাঁদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল, সমাবেশের জন্য রাস্তার একটি লেন ব্যবহার করা যাবে এবং অন্য লেনটি যান চলাচলের জন্য খোলা রাখতে হবে। কিন্তু পুলিশের দাবি, বাস্তবে কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তার দু'টি লেনই অবরুদ্ধ ছিল। এর ফলে এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয় ।পুলিশের আরও অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুগামীদের আদালতের বিধিনিষেধ অমান্য করতে উসকানি দিয়েছিলেন। তাঁর প্ররোচনাতেই অনুগামীরা আদালতের নির্দেশ অমান্য করার পাশাপাশি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, এই ঘটনায় তাঁর পূর্বসূরির বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে আদালতের নির্ধারিত বিধিনিষেধ কীভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, তা জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশও পুলিশকে দেন তিনি ।অধিকারী বলেন, আদালত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিল যে দু'টি লেনের মধ্যে একটি যান চলাচলের জন্য খোলা রাখতে হবে। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে লোকজন জড়ো করে দু'টি লেনই অবরুদ্ধ করেছিলেন। তাই তিনি পুলিশকে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের কাছে যাওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "বিষয়টি এত সহজে ছেড়ে দেওয়া হবে না।"

পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ, তীব্র প্রতিবাদ বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটির

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন টিংকু ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রচারকে 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' বলে দাবি করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল বিজেপি খোয়াই জেলা কমিটি। এ নিয়ে শনিবার বিজেপি খোয়াই জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি সমীর কুমার দাস, খোয়াই মণ্ডল সভাপতি অনুকূল চন্দ্র দাস, আশারামবাড়ি মণ্ডল সভাপতি জয়ন্ত দেববর্মা, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন টিংকু ভট্টাচার্য-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টিংকু ভট্টাচার্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে একটি মহল মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে। তাঁদের দাবি, জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে টিংকু ভট্টাচার্যের সক্রিয় ভূমিকা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর সাফল্যকে কেন্দ্র করেই বিরোধীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের প্রচার চালাচ্ছে।

বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, টিংকু ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। একইসঙ্গে তাঁরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তিকর প্রচারে কান না দিয়ে যাচাই করা তথ্যের উপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান ।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিজেপির পক্ষ থেকে টিংকু ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি খোয়াই এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাকে আগামী দিনেও অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন দলীয় নেতৃত্ব।

বিকলাঙ্গ স্বামীর সামাজিক ভাতার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রুফিয়া খাতুনের

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: অসুস্থ ও কর্মক্ষমতাহীন স্বামীর জন্য সামাজিক ভাতা চালুর দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালেন জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছড়া ভিলেজের দুখিরাম ঠাকুরপাড়ার অসহায় গৃহবধূ রুফিয়া খাতুন। শনিবার সকালে তিনি হাতজোড় করে তাঁর পরিবারের দুর্দশার কথা তুলে ধরে দ্রুত সরকারি সহায়তার আবেদন জানান ।রুফিয়া খাতুনের অভিযোগ, তাঁর স্বামী সেলিম মিয়া ডেকোরেটরের কাজে যুক্ত ছিলেন। কাজ করতে গিয়ে একদিন উঁচু স্থান থেকে মাটিতে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন তিনি। দুর্ঘটনায় তাঁর পায়ে একাধিক গুরুতর চোট লাগে এবং বর্তমানে তিনি কার্যত কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। শারীরিক অক্ষমতার কারণে কোনও কাজ করতে না পারায় পরিবারের উপার্জনের পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানান রুফিয়া ।গৃহবধূর দাবি, স্বামীর জন্য সামাজিক ভাতার আবেদন জানিয়ে বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। পরিবারের বিপিএল কার্ড থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাঁর স্বামীকে সামাজিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

বর্তমানে স্বামীকে নিয়ে পরিবারটি চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চিকিৎসা ও সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ চালানোও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানান রুফিয়া খাতুন।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার কাছে আবেদন জানিয়ে দ্রুত তাঁর স্বামীর জন্য সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন অসহায় গৃহবধূ। সরকারি সহায়তা পেলে পরিবারটি কিছুটা স্বস্তি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

৪ সেপ্টেম্বরের ৭২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বন্ধের সমর্থনে খোয়াই ও সিপাহীজলায় গাড়ি র‍্যালি

● **আটের পাতার পর** র‍্যালির মাধ্যমে আগামী ৪ সেপ্টেম্বরের ৭২ ঘণ্টার বন্ধ কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন এনএলএফটি-র সভাপতি প্রসেনজিৎ দেববর্মা, পরিমল দেববর্মা, এনএলএফটি-র আর্মি চিফ সুরেন দেববর্মা এবং এটিটিএফ-এর সভাপতি অলিন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ৭২ ঘণ্টার বন্ধ কর্মসূচিকে সফল করতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করা হয়। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই বন্ধ কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

যুব সমাজের সৃজনশীলতার

● **প্রথম পাতার পর** সরকার, রাজ্য নেতৃত্ব বিশাল চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী ছাত্র-ছাত্রীদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান, এর কোনো বিকল্প নেই। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যুব সমাজের একটি বড় অংশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা কারণে দিশেহারা হয়ে নেশা এবং বিভিন্ন অসামাজিক ও আত্মহননমূলক কার্যকলাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এসএফআই-এর মূল মন্ত্র স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশের যুব সমাজকে সুস্থ মানসিকতা, মানবিকতা, দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ছাত্র-যুবদের এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজের কাছে সুদূরপ্রসারী বার্তা বহন করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব সমাজের উদ্যোগকে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। রক্তদান শিবির করতে দেওয়া হচ্ছে না, জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, যুব সমাজের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও সৃজনশীলতার বিকাশের পরিবর্তে গত সাড়ে পাঁচ বছরে রাজ্যে বিপরীতমুখী প্রবণতা চলছে। এই পরিস্থিতিতে এসএফআই-এর রক্তদান শিবির শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং প্রতিকূলতার মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে ছাত্র-যুব সমাজের এগিয়ে চলার বার্তা।

শিবিরে রক্তদানকারী যুবক-যুবতীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সামনে যত বাধাই আসুক, সেগুলি সাময়িক। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আগামী দিনে ছাত্র সমাজ ও বৃহত্তর সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এসএফআই-এর ছাত্র-ছাত্রীরা আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগর বিজেপি জেলা কার্যালয়ে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাখি বন্ধন

● **আটের পাতার পর** ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার বার্তা দেওয়া হয়।

বক্তারা বলেন, রাখি বন্ধন শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক। সমাজে ঐক্য ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ গড়ে তুলতে এই ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাখি বন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর বিজেপি জেলা কার্যালয়ে এদিন উৎসবের আমেজ দেখা যায়। উপস্থিত সকলেই একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গাড়ি সহ দুই কুখ্যাত চোর গ্রেপ্তার

● **আটের পাতার পর** দুইজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। ধৃতরা হল রাজীব সাহা, বাড়ি দক্ষিণ নারায়ণপুর এবং প্রণব দাস, বাড়ি মলয়নগর। পুলিশের দাবি, ধৃতরা আমতলী থানা এলাকা ছাড়াও আগরতলা শহরের বিভিন্ন থানা এলাকায় ওই গাড়িটি ব্যবহার করে চুরি এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ চালিয়ে আসছিল। বিশেষ করে রাতের বেলায় গ্যাংয়ের সদস্যদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজে গাড়িটি ব্যবহার করা হতো বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ধৃতদের কাছ থেকে চুরি করা সামগ্রী কোথায় রাখা বা বিক্রি করা হয়, কীভাবে সেগুলি পাচার করা হয় এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, সে বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বর্তমানে চুরি করা সামগ্রী উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালানো হবে।

আমতলী থানার ওসি জানান, সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ রুখতে থানা এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পার্শবর্তী থানাগুলির সঙ্গেও সমন্বয় রেখে অভিযান চালানো হচ্ছে। ধৃত দুই অভিযুক্তকে আজ আদালতে পেশ করা হবে এবং পুলিশ তাদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছে বলে জানিয়েছে।

তিন বছর ধরে বেহাল রাস্তা

● **আটের পাতার পর** পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

এদিকে সামনে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। তার আগে উজান পাথালিয়া ঘাটের রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার অটোচালক ও সাধারণ নাগরিকরা। তাঁদের আবেদন, রাজ্য সরকার এবং এডিসি প্রশাসন যেন দ্রুত এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়।

এলাকার কয়েকজন বয়স্ক নাগরিক জানিয়েছেন, নির্বাচনের সময় নেতারা ভোট চাইতে এলাকায় এলে এবার তাঁদের প্রথম দাবিই হবে রাস্তা সংস্কার। যদিও প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য দিতে তাঁরা অনিচ্ছুক। তাঁদের আশঙ্কা, প্রকাশ্যে অভিযোগ করলে পরবর্তীতে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তাই পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদ প্রতিনিধির কাছে তাঁরা নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান।

আইজিএমে লিফট অচল

● **প্রথম পাতার পর** বিকল্প কোনো র‍্যাম্প ব্যবস্থা না থাকায় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের বাধ্য হয়ে ছয়তলা পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হচ্ছে। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়ে আরও সমস্যায় পড়ছেন পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালের পরিষেবায় নিয়োজিত কর্মীদেরও অপারেশনের সামগ্রী নিয়ে লিফটের সামনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

হাসপাতালের এক বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী গোপন ক্যামেরায় নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানান, লিফট পরিষেবা অচল থাকায় রোগীদের নিয়ে ছয়তলা পর্যন্ত সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হচ্ছে। এতে রোগী এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা পরিজনদের ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

শুধু লিফট নয়, হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। রোগী-পরিজনদের দাবি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হাসপাতালের ভিতরে দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এক রোগীর পরিজন হাসপাতালের বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে রোগীদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন।

এদিকে, হাসপাতালের বহুতল ভবনের পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। অভিযোগ, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে লিফটের পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে র‍্যাম্প ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য শক্তিশালী জেনারেটর পরিষেবা থাকা জরুরি বলে দাবি রোগী-পরিজনদের।

রাজ্যের অন্যতম প্রধান সরকারি হাসপাতাল আইজিএমে লিফট ও বিদ্যুৎ পরিষেবার এই পরিস্থিতি চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। দ্রুত লিফট পরিষেবা সচল করা এবং বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর

● **প্রথম পাতার পর** সভার রাজ্য সভাপতি অঘোর দেববর্মা বলেন, রাজ্যের কৃষক ও কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা, কৃষকদের দাবি-দাওয়া, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয়গুলি রাজ্য সম্মেলনে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হবে। একইসঙ্গে কৃষকদের স্বার্থে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং আগামী দিনে আন্দোলনকে কীভাবে আরও জোরদার করা যায়, সে বিষয়েও সম্মেলনে আলোচনা হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও দেশের কৃষকদের বহু সমস্যা রয়ে গেছে। কৃষকদের দুর্দশা দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে বলেও তাঁরা দাবি করেন। কোনও কৃষককে যাতে আর্থিক সংকট ও ঋণের চাপে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে না হয়, সে জন্য কৃষকবান্ধব নীতি গ্রহণের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, দেশের অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়। কৃষির পাশাপাশি মাছের উৎপাদন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসহ বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বিভিন্ন কারখানা গড়ে ওঠার ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে বলে জানান তিনি।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে আরও উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়। আগামী দিনে কৃষকদের সার্বিক উন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সম্মেলনকে সফল করতে ইতিমধ্যেই সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশ নেবেন বলে জানানো হয়েছে।

নতুন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পেয়ে

● **প্রথম পাতার পর** উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর সম্মানে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা, মন্ত্রী ও বিধায়কদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে বিজেপির সমস্ত স্তরের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিপ্লব কুমার দেবের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নতুন দায়িত্বকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

রাজ্যে নারীরা বিভিন্ন

● **প্রথম পাতার পর** মহিলাদের সুরক্ষার উপর রাজ্য সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৮টি জেলার মধ্যে ৯টি মহিলা থানা খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র শারিরিকভাবে ফিট থাকলেই চলবেনা মহিলাদের মানসিক সুস্থতার দিকেও তাদের খেয়াল রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক জি এস রাও। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে রাখি পরিয়ে পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসবে সামিল হন সর্বস্তরের পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আই জি আইন শৃঙ্খলা ইপ্পার মনার্ক, আই জি ইনন্টিলিজেন্স এণ্ড সিকিউরিটি ক'ষেন্দ চক্রর্বর্তী, আই জি প্রবীর মজমদার, ডি আই জি পুলিশ হেড কোয়ার্টার জৈল সিং মিনা, ডি আই জি ক্রাইম স'য় রায়, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সোয়াল, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিংকি সাহা প্রমুখ।

মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১৬

● **প্রথম পাতার পর** ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদী ব্যবস্থার নিম্ন অববাহিকায় একাধিক জেলা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হচ্ছে। রাসুয়া, নুওয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান, গোরখা, তানাহুন এবং নওয়ালপরাসি ইস্ট ও ওয়েস্টের বিভিন্ন এলাকায় নদীর তীর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

উদ্ধার অভিযান যত এগোবে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আধিকারিকরা।

এদিকে নেপাল সরকার আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলের সহায়তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে বালেন শাহের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন বিদেশি উদ্ধারকারী দলের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিল। নেপালি উদ্ধারকারীরাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম এবং অন্য দেশের উদ্ধারকারী দলকে অনুমতি দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছিল। তবে দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক দিনের মধ্যেই সেই অবস্থান বদলে সীমিত আন্তর্জাতিক সহায়তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

এদিকে ভারতও নেপালের উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা জোরদার করেছে। শুক্রবার ভারত থেকে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে তৃতীয় বিমানটি নেপালে পৌঁছেছে। বিমানে ১১ সদস্যের একটি মেডিক্যাল ও টানেল রেসকিউ দল এবং ১০ টন মানবিক সহায়তা পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে পোর্টেবল জেনারেটর, ডিগনিটি কিট, খাদ্যসামগ্রী এবং জল পরিশোধনের ট্যাবলেট রয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার ভারত নেপালের হাতে দ্বিতীয় দফায় ৩৭.৫ টন মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা সামগ্রী তুলে দিয়েছিল। এর মধ্যে ওষুধ ও খাদ্যসামগ্রীও ছিল। প্রাণঘাতী বন্যার পর উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে নেপালকে সহায়তা করতেই এই সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, নেপালের রসুয়া জেলার একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে শনিবার আরও চার ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। এর ফলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের পর নেপালে উদ্ধার হওয়া ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৮-তে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া চারজন হলেন রিপু কুমার, চনেশ্বর নারজারি, কৃপা শঙ্কর এবং মহম্মদ মিনহাজউদ্দিন।

বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, শনিবার চিন থেকে ১২০ জন ভারতীয় নাগরিক নেপালে প্রবেশ করেছেন। তবে পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। শনিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৮৭ জন ভারতীয় নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ১২৮ জনেরও এখনও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

নিখোঁজদের পরিচয় এবং মৃতদেহ শনাক্তকরণে সহায়তার জন্য ভারত থেকে ছয় সদস্যের একটি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল শনিবার কাঠমান্ডু পৌঁছবে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। ডিএনএ নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহের পরিচয় শনাক্ত করার কাজে দলটি সহযোগিতা করবে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধারকাজের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিগত দল ইতিমধ্যেই কাঠমান্ডু পৌঁছেছে এবং শনিবার থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কাজ শুরু করেছে। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সরঞ্জাম-সহ ভারতের আরও একটি বিশেষ সুড়ঙ্গ উদ্ধারকারী দল শনিবার নেপালে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে, নেপালের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর ভারত সরকারের সাহায্য ও সংহতির জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল। নেপালের প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে 'এক্স'-এ প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়েছে, নেপাল সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর উদ্বেগ এবং সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর ভারত সরকারের দেওয়া সহায়তা ও সংহতির জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে।

পৌডেল ২৬ আগস্টের ভয়াবহ বন্যায় প্রাণ হারানো ভারতীয় নাগরিকদের জন্যও শোকপ্রকাশ করেন। তিনি ভারত সরকার ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এই বিপর্যয়ে ভারতীয় নাগরিকদের প্রাণহানিকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন।

রেশনে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম

● **প্রথম পাতার পর** সময়ে প্রতি মাসে প্রায় ২৪ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি প্রয়োজন হয়। উৎসবের মরসুমে সেই চাহিদা বেড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছায়। কিছুদিন আগেও প্রতি কেজি চিনি ৪৫ টাকার আশপাশে থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে ৭৭ টাকা হয়েছে বলে দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

কংগ্রেসের অভিযোগ, এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে আগামী কয়েক মাসে বিপুল পরিমাণ আর্থিক লাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি গত ২০ আগস্ট ব্রাজিল থেকে কাঁচা চিনি আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, জাহাজে করে চিনি ভারতে পৌঁছাতেই ৪০ থেকে ৪৫ দিন সময় লাগতে পারে। এরপর তা প্রক্রিয়াজাত করে খাদ্যোপযোগী করতে আরও প্রায় ১৫ দিন লাগবে। ফলে উৎসবের মরসুমে এই আমদানি কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার রেশন দোকানগুলিতে উৎসবের মরসুমে অন্তত মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম করে চিনি সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। একইসঙ্গে মজুতদারি, কালোবাজারি এবং সরবরাহ ব্যবস্থার অনিয়ম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস আরও অভিযোগ করেছে, প্রায় এক বছর আগে 'দিওয়ালি গিফট'-এর নামে জিএসটি করবিন্যাসের যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য কার্যত 'জুমলা'তে পরিণত হয়েছে। দলের দাবি, ওই সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও পরবর্তীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বাড়িয়েছে।

বিবৃতিতে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব এবং সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, রেশনে চাল কমে যাওয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বাদল অধিবেশনে কার্যকর আলোচনা ও সমাধানের প্রত্যাশা করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তাদের অভিযোগ, সরকার এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

বিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের ১০০ কোটি টাকার ভর্তুকির ঘোষণাকেও 'জুমলা' বলে কটাক্ষ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের বক্তব্য, বর্তমানে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মানুষ আর্থিক সংকটে রয়েছেন। তাই রেশনিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে রেশনে অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহে সরকারকে দ্রুত উদ্যোগী হতে হবে।

প্রবীর চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খাদ্যপণ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সরাসরি বিপর্যস্ত করছে। তাই কথার মারপ্যাঁচ ও লোকদেখানো প্রচার পরিহার করে রাজ্যের জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত বাস্তবসম্মত সমাধান করার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

উজবেকিস্তানে চতুর্থ সফর

● **প্রথম পাতার পর** স্মৃতিসৌধ এবং তাসখন্দ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে অবস্থিত মহাত্মা গান্ধী সেন্টারও পরিদর্শন করবেন। ভারত ও উজবেকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অংশ হিসেবেই এই সফর বলে জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী মোদির সফর ঘিরে উজবেকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাঁর আগমনের আগে এক উজবেক নাগরিক বলেন, দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

উজবেকিস্তানে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির চতুর্থ সফর। এর আগে ২০১৫ সালে তিনি উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেন। পরে ২০১৬ এবং ২০২২ সালে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে উজবেকিস্তানে গিয়েছিলেন।

গত কয়েক বছরে ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক যোগাযোগ বজায় রয়েছে। ২০১৮ সালে উজবেক প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভ ভারত সফরে এসেছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি ভাইব্র্যান্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিটেও অংশ নিয়েছিলেন।

তাসখন্দ সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী মোদি কিরগিজস্তানের প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভের আমন্ত্রণে বিশকেকে যাবেন। সেখানে ২৬তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন তিনি। সংস্থাটির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নেপাল সীমান্তে

● **প্রথম পাতার পর** তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া চার নাবালিকাকে কীভাবে এই চক্রের সংস্পর্শে আনা হয়েছিল এবং তাদের নেপালের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার নেপথ্যে কারা রয়েছে, সে বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। পুরো ঘটনায় মানবপাচার চক্রের সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, যুবককে

● **প্রথম পাতার পর** এরপর সনু রাম গৌড়, মিঠুন গৌড় এবং খুড়তুতো ভাই হরি চরন গৌড় (৩২) ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জয় সিং গৌড়কে লাঠি ও রড দিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। গুরুতর আঘাতের ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার পর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রথমে মিঠুন গৌড়ের উঠান থেকে মৃতদেহটি জয় সিং গৌড়ের উঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বৃষ্টি শুরু হলে মৃতদেহটি একটি বিছানায় শুইয়ে রাখা হয় বলে জানা গেছে। শনিবার সকালে থানায় খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কমলপুর মহকুমা পুলিশ। এসডিপিও সৌরভ সেন, কমলপুর থানার ওসি সুমন আচার্যের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এবং ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। পরে ধলাই জেলার পুলিশ সুপার ঋষিকেশ দেশাইও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

ফরেনসিক তদন্তে মৃত জয় সিং গৌড়ের মাথা-সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে লাঠি ও রডের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। তদন্ত শেষে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঘটনাস্থলে গিয়ে ধলাই জেলার পুলিশ সুপার ঋষিকেশ দেশাই আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং ফরেনসিক দলের কাজও প্রত্যক্ষ করেন। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সনু রাম গৌড়, মিঠুন গৌড় এবং হরি চরন গৌড়কে গ্রেফতার করেছে।

মৃত জয় সিং গৌড়ের স্ত্রী সান্তনা উড়িয়া এবং তিন বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে বলে জানা গেছে। পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এমন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পকসো মামলায় আসামীর

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছিল। মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(৩)/৫০৬ ধারা এবং পকসো আইনের ৪ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে স্পেশাল পকসো মামলা নম্বর ৭/২০২৩ হিসেবে এর বিচারপ্রক্রিয়া চলে।

মামলার তদন্ত শেষে কঞ্চনপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর সঞ্জিত ত্রিপুরা ১৪ মার্চ ২০২৩ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। বর্তমানে তিনি উত্তর জেলার দামছড়া থানায় কর্মরত রয়েছেন।

দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার পর আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সংশ্লিষ্ট ধারায় সাজা ঘোষণা করে।

ভিসি নির্বাচনের দিনক্ষন

● **প্রথম পাতার পর** *গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার জন্য সর্বদলীয় বৈঠকেরও প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ত্রিপুরা পুলিশের সঙ্গেও আলোচনা চলছে বলে জানা গেছে।*

নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে স্পর্শকাতর ও অতিস্পর্শকাতর এলাকাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হবে বলে সূত্রের খবর। দীর্ঘ সময় পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলায় রাজনৈতিক মহলেও এই নির্বাচনকে ঘিরে বিশেষ গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকাগুলির ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পরেই এডিসি এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী বাছাই, সম্ভাব্য জোট নিয়ে আলোচনা এবং তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ ও সাংগঠনিক তৎপরতা আরও জোরদার করবে।

৩১ আগস্ট সূচি ঘোষণা হলে মনোনয়নপত্র জমা, যাচাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, ভোটগ্রহণ এবং ভোটগণনার নির্দিষ্ট দিনক্ষণও স্পষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সূচি ঘোষণার অপেক্ষায় এখন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহল।

নিয়োগের দাবিতে

● **প্রথম পাতার পর** হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। যাচাই প্রক্রিয়ার পর ১ হাজার ৮৫৬ জন প্রার্থী অবশিষ্ট রয়েছেন। দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে থাকায় অনেক প্রার্থীর সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন প্রার্থীর বয়স ৪০ বছর পেরিয়ে গেছে। আরও বেশ কয়েকজন প্রার্থীর বয়সসীমা পূর্ণ হতে মাত্র এক মাসের মতো সময় বাকি রয়েছে। ফলে নিয়োগে বিলম্ব হলে তাঁরা সরকারি চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

টেট উত্তীর্ণদের বক্তব্য, তাঁরা পরীক্ষার মানদণ্ড বা নম্বরের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দাবি করছেন না। কঠিন টেট পরীক্ষা এবং পরবর্তী যাচাই প্রক্রিয়ায় সফল হওয়া প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবিই তাঁরা জানাচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের অপেক্ষায় থাকায় তাঁদের জীবিকাতেও প্রভাব পড়ছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। অনেকেই নিয়োগের আশায় এতদিন ব্যক্তিগত টিউশন করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। কিন্তু বর্তমানে টিউশনের কাজ পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশ বাধা দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, নিজেদের ন্যায্য দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের আটকে দেওয়া হচ্ছে।

অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পাশাপাশি রাজ্যে শিক্ষক সংকট ও বেকারত্ব মোকাবিলায় নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিপুরার ক্রীড়া পরিকাঠামো এখন সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা: রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পাশাপাশি প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। খেলাধুলার প্রসারের মধ্য দিয়ে সুস্থ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আজ বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ক্রীড়া পরিকাঠামো আজ শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই নয়, সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে। রাজ্যের খেলোয়াড়দের বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং একটি সুস্থ, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার খেলাধুলাকে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার বিষয় হিসেবে দেখছে না, বরং যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, শৃঙ্খলা এবং ভবিষ্যৎ গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছে।

হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় ক্রীড়া দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মেজর ধ্যানচাঁদের জীবন ও ক্রীড়া সাধনার কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ বর্তমান প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃতি খেলোয়াড় ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁদের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামোর নামকরণও করা হচ্ছে। বাধারঘাটের সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক প্রখ্যাত অ্যাথলিট দেবভক্তি জমাতিয়া-র নামে, হকি গ্রাউন্ড প্রখ্যাত কোচ স্বদেশপ্রিয় নন্দী-র নামে, খোয়াইয়ের একটি মাঠ প্রতুল ভট্টাচার্য-র নামে, পানিসাগরের সিন্থেটিক ট্র্যাক জাতীয় অ্যাথলেটিক্স কোচ ড় অরুণাভ রায়-এর নামে, ধর্মনগরের ইনডোর হল ব্যাডমিন্টন তারকা গৌরী শেখর রায়-এর নামে এবং আমবাসার স্পোর্টস হোস্টেল জিমন্যাস্ট মধুসূদন সাহা-র নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

ডাঃ সাহা বলেন, খেলোয়াড়দের রাজনীতি দিয়ে নয়, তাঁদের কৃতিত্ব দিয়ে বিচার করা বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভাকে যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে বলেনও মুখ্যমন্ত্রী জানান। রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ নির্মাণ করা হয়েছে। উমাকান্ত একাডেমি মাঠে আধুনিক ফ্লাডলাইট স্থাপন করা হয়েছে। নরসিংগড়ে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ চলছে। বাধারঘাটে প্রায় ৩০ হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট গ্যালারি নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাধারঘাট, কৈলাশহর ও উদয়পুরে আধুনিক স্পোর্টস হোস্টেল ও যুব আবাস নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে সরকার আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। সম্প্রতি জুডোতে কমনওয়েলথ গেমস চ্যাম্পিয়ন অস্মিতা দে-কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা ও জমি প্রদান করে সম্মানিত করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও অস্মিতার সাফল্য রাজ্যের যুবসমাজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রতীক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা শুধু শরীরচর্চা নয়, এটি মানুষের মন, চরিত্র ও শৃঙ্খলাবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আগামী প্রজন্মকে মাদক থেকে দূরে থেকে বই পড়া ও খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। 'সুস্থ দেহ, সুস্থ মন'-এই চেতনায় যুবসমাজকে গড়ে তুলতে পারলে মাদকমুক্ত ও শক্তিশালী ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। নিজের ক্রীড়া জীবনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের যুবক-যুবতীকে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সরকার ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নীতি আয়োগের বিভিন্ন মূল্যায়নে ত্রিপুরা "ফ্রন্ট রানার স্টেট" হিসেবে উঠে এসেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি পর্যটন ও ক্রীড়া ক্ষেত্রেও রাজ্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, বিধায়ক মিনা রানি সরকার, মেজর ধ্যানচাঁদের পুত্র, অলিম্পিয়ান ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অশোক কুমার সিংঅর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব তাপস রায়, ক্রীড়া অধিকর্তা এল. ডারলং সহ ক্রীড়া ক্ষেত্রের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মেজর ধ্যানচাঁদের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। উপস্থিত অতিথিরা মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ত্রিপুরার জন্য গৌরব বয়ে আনা কৃতি খেলোয়াড় ও বিশিষ্ট প্রশিক্ষকদের সংবর্ধিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, অলিম্পিয়ান ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অশোক কুমার সিং সহ অন্যান্য অতিথিরা খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের হাতে সম্মাননা এবং আর্থিক পুরস্কারের চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ মঞ্চ সংলগ্ন সিন্থেটিক হকি মাঠ এবং দেবভক্তি জমাতিয়া সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক পরিদর্শন করেন। মাঠে খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের উৎসাহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান এবং ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থার জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আগরতলা: ভারতের কিংবদন্তি হকি জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় ক্রীড়া দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয় আজ দক্ষিণ হুরুয়া এস. বি. স্কুল মাঠে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে মেয়েদের মিউজিক্যাল চেয়ার, ছেলেদের ২০০ মিটার দৌড় এবং ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এবং খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গঠনের বার্তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সত্যব্রত দাস দক্ষিণ হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, শিবু পাল পঞ্চায়েত সদস্য ও নিতা চৌধুরী সদস্য উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থা। মেজর ধ্যানচাঁদের অসামান্য ক্রীড়া জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি আরও আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি আনন্দঘন পরিবেশে সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা দায়িত্বে ছিলেন দিবাকর সরকার সদস্য উদ্ভাবনী সামাজিক সংস্থা।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের সুপার ফোরের সূচি ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথম ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এবারের এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে কসমোপলিটন, চলমান সংঘ, ইউ বি এস টি এবং ওপিসি। খেলা হবে মেলাঘর শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দান এবং নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীগ্রাউন্ডে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ৯ সেপ্টেম্বর প্রথম দিন পুলিশ মাঠে লড়বে কসমোপলিটন ও ইউ বি এস টি এবং মেলাঘরে চলমান সংঘ ও পিসি। ১২ সেপ্টেম্বর মেলাঘরে ইউবিএসটি ও চলমান সংঘ পুলিশ মাঠে ওপিসি ও কসমোপলিটন। ১৫ সেপ্টেম্বর মেলাঘরে ইউ বি এস টি ও ও পি সি এবং পুলিশ মাঠে কসমোপলিটন ও চলমান সংঘ।

টি সি এ-র জে সি স্মৃতি ক্রিকেটে শুরু ৫ সেপ্টেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে জে সি স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট পাঁচ সেপ্টেম্বর। টুর্নামেন্টে অংশ নেবে শহরের চারটি দল। দলগুলি হলো ব্লাড মাউথ, সংহতি, জে সি সি ও স্ফুলিঙ্গ। প্রতিটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে তিন দিনের। তাতে সুচি অনুযায়ী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের প্রথম দিন আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে লড়বে জেসিসি ও ব্লাড মাউথ এবং অন্যদিকে টি আই টি গ্রাউন্ডে লড়বে সংহতি ও স্ফুলিঙ্গ। দ্বিতীয় ম্যাচে এমবিবি স্টেডিয়ামে সংহতির মুখোমুখি হবে জেসিসি এবং ব্লাডমাউতের মুখোমুখি হবে স্ফুলিঙ্গ। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া তিনদিনের ম্যাচে এমবিবি স্টেডিয়ামে স্ফুলিঙ্গের মুখোমুখি হবে জেসিসি এবং টি আই টি মাঠে ব্লাডমাউতের বিরুদ্ধে লড়বে সংহতি।

মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুচি ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। আগামী তিন সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এবারের এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ১৬ টি মহকুমা। ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। এ গ্রুপে রয়েছে বিলোনিয়া, সাব্রুম, শান্তিরবাজার ও উদয়পুর। বি গ্রুপে আমবাসা কমলপুর লংতরাই ও খোয়াই। সি গ্রুপে সদর, জিরানিয়া, সোনামুড়া ও তেলিয়ামুড়া। এছাড়া ডি গ্রুপের ধর্মনগর, কৈলাশহর, বিশালগড় ও মোহনপুর। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন রয়েছে একাধিক ম্যাচ। খেলা হবে শান্তিরবাজার, বিলোনিয়া, মেলাঘর ও উদয়পুরে। আগামী তিন সেপ্টেম্বর প্রথম দিন বিলোনিয়া লড়বে শান্তির বাজারের বিপক্ষে, আমবাসার মুখোমুখি হবে লংতরাইভেলি, সদরের মুখোমুখি হবে সোনামুড়া এবং ধর্মনগরের বিরুদ্ধে লড়বে বিশালগড়।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট প্লেট গ্রুপের ফাইনালে আজ মুখোমুখি কমলপুর ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। মর্যাদার লড়াই টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল রবিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য টিকেট প্লেট গ্রুপ টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি আগামী কাল, রবিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শিরোপা জয়ের এই মহাফলক ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে শক্তিশালী কমলপুর এবং ধর্মননগর মহকুমা দল। সেমিফাইনালের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে কমলপুর ৬ উইকেটের বড় ব্যবধানে বিলোনিয়া মহকুমা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে নিজেদের স্থান পাকা করে নেয়। অন্যদিকে, অপর সেমিফাইনালে ধর্মনগর দল দারুণ প্রদর্শনী করে ১০৪ রানের ব্যবধানে জিরানিয়া দলকে পরাস্ত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতার ছাড়পত্র অর্জন করে। ফাইনালে ওঠার এই লড়াইয়ে উভয় দলই তাদের সেরামঞ্চ প্রস্তুত করেছে। আগামীকালের এই ফাইনালে উভয় শিবিরের তরুণ ক্রিকেটারদের ওপর বিশেষ নজর থাকবে বলে মনে করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। কমলপুর দলের ব্যাটিং লাইনআপকে শক্তিশালী করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তাদের রিমান্ড দেববর্মা ও অনিরুদ্ধ দাস, অন্যদিকে বোলিং বিভাগে দলের ভরসা হয়ে উঠতে পারেন আব্দুল কালাম, সায়ন্তন দেব ও স্বায়নদ্বীপ সূত্রধর। বিপরীতপক্ষে, ধর্মনগর মহকুমা দলের ব্যাটিং শক্তি হিসেবে বড় ভরসা দানবীর সিং, স্বরাব সাহানি এবং বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেবেন শুভদীপ। জমজমাট এই ফাইনালে দুই দলের উদীয়মান তারকারা নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছে, যা গ্যালারির দর্শকদের এক রোমাঞ্চকর ক্রিকেট ম্যাচ উপহার দেবে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে জুয়েলসকে উড়িয়ে জয় দিয়ে সূচনা এগিয়ে চল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের সৌজন্যে আয়োজিত চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে একপেশে জয় তুলে নিল এগিয়ে চলো সংঘ। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে উৎসর্গ করা এই বিশেষ ম্যাচে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটের আলোয় জুয়েলস এসোসিয়েশনকে ৫-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে এগিয়ে চলো সংঘ। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ধার বজায় রেখেছিল বিজয়ী দল। ১৫ মিনিটে আসিফ আলী মোল্লার গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৩১ এবং ৩৩ মিনিটে জোড়া ধাক্কা দেন লাল রুয়াদ মাওয়াই ও নির্মল সিং বিস্ত। ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর প্রথমার্ধে আর সমতায় ফিরতে পারেনি জুয়েলস এসোসিয়েশন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই উভয় দলের মধ্যে কিছুটা উত্তাপ ছড়ায়। জুয়েলস এসোসিয়েশনের বিশাল জমাতিয়া (২০ মিনিট), জয় কুমার জমাতিয়া (৪৮ মিনিট) ও প্রবীর জমাতিয়াকে (৫২ মিনিট) ফাউলের কারণে হলুদ কার্ড দেখিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন প্রধান রেফারি বিপ্লব সিংহ। ম্যাচের ৬০ মিনিটে প্রবীর জমাতিয়া একটি গোল শোধ করে জুয়েলস এসোসিয়েশনকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করলেও এগিয়ে চলোর দাপট কমানো যায়নি। ৭৪ মিনিটে নির্মল সিং বিস্ত তাঁর ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন এবং ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে (৯৩ মিনিট) সোরোখাইবাম মেইতির গোল এগিয়ে চলো সংঘের ৫-১ ব্যবধানের বড় জয় নিশ্চিত করে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে বিলোনিয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ আগস্ট: "সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, ক্রীড়াই হোক জীবনের অঙ্গ" এই বার্তাকে সামনে রেখে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৬ উপলক্ষে শনিবার দিনভর নানা কর্মসূচিতে মুখর হয়ে ওঠে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঙ্গণ। কলেজের শরীর শিক্ষা বিভাগ ও জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয় "সাইকেল র‍্যালি অফ ফিটনেস'।সকাল ৭টায় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে সাইকেল র‍্যালির সূচনা হয়। ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক সতেজতা, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য। কলেজের শরীর শিক্ষা বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি আর্য্য কলোনী ও সারাসীমা স্কুলের কয়েকজন ছাত্রও র‍্যালিতে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কলেজে ফিরে আসে র‍্যালিটি।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের শরীর শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মানস দাস, অধ্যাপক সুধীর দেবনাথ, কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস এবং ছাত্র প্রতিনিধি কৌশিক সেন। তাঁদের উপস্থিতি ও উৎসাহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।জাতীয় ক্রীড়া দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুপুরে ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলার প্রতি আরও মনোযোগী হওয়া এবং সুস্থ জীবনযাপনের লক্ষ্যে শপথবাক্য পাঠ করেন। পরে সাইকেল র‍্যালিতে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারকারীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন কলেজের অধ্যক্ষ।র‍্যালিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন নন্দিনী পাল, দ্বিতীয় সুরজিৎ মালাকার, তৃতীয় কার্তিক ত্রিপুরা, চতুর্থ বর্ষা দাস এবং পঞ্চম স্থান অর্জন করেন বিজয় নমঃ। উল্লেখযোগ্যভাবে, দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী সুরজিৎ মালাকার আর্য্য কলোনীর ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তাঁর এই সাফল্য উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান উপস্থিতরা।বিকেলে "খেলো ইন্ডিয়া, জিতে কা ইন্ডিয়া, খেলাধুলার সঙ্গে একদিন" ভাবনাকে সামনে রেখে ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, শারীরিক সক্ষমতা এবং দলগত চেতনা গড়ে তুলতে এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।দিনের কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল বিশেষ বক্তৃতা ও আলোচনা সভা। সেখানে ক্রীড়ার গুরুত্ব, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং নিয়মিত শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই অনুষ্ঠানে সাইকেল র‍্যালির কৃতী অংশগ্রহণকারীদের কলেজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং তাঁদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।সাইকেল র‍্যালি, শপথ গ্রহণ, ফুটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ আলোচনা সভাকে ঘিরে দিনভর কলেজ চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। ছাত্রছাত্রী, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে জাতীয় ক্রীড়া দিবসের অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ নিয়মিত শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রতি ছাত্রছাত্রী এবং সমাজের বৃহত্তর অংশকে উৎসাহিত করার ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

ফুটবল টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির, নরসিংগড় ক্যাম্পাসে উদযাপিত হলো সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত ইন্টার হাউস ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো ফাইনাল ম্যাচ। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে সরোজিনী হাউস ২-১ গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিজয়ী দলের পক্ষে জয় সূচক গোলটি হয় রোহিত দেববর্মার সৌজন্যে। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই ফাইনাল খেলায় মাঠজুড়ে খেলোয়াড় ও দর্শকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন ভারতীয় বিদ্যা ভবনের আগরতলা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান দেবাশীষ চক্রবর্তী, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতি স্বপ্না সোম এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শারীর শিক্ষক তথা ত্রিপুরার উদীয়মান অ্যাথলেট আকাশ বর্মনের প্রশিক্ষক অমিয় কুমার দাস এবং ত্রিপুরার বিখ্যাত দৌড়বিদ আকাশ বর্মন স্বয়ং। স্বাগত ভাষণ রাখেন অধ্যক্ষা শ্রীমতি স্বপ্না সোম। বিশেষ অতিথি তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ ওনার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাকে পাথেয় করে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল ব্যক্ত করেন। সভাপতির ভাষণে চেয়ারম্যান শ্রীচক্রবর্তী সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। অতিথিরা বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন এবং তরুণ ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

৩২ নম্বর ওয়ার্ডে কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: আগরতলা পুর নিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের টাউন প্রতাপগড় রোড নম্বর ৩-এর কানাই সাহার গলিতে কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। শনিবার সরেজমিনে নির্মাণকাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।

পরিদর্শনকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন মেয়র। এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা এবং অন্যান্য অসুবিধার কথা তাঁর কাছে তুলে ধরেন বাসিন্দারা। তাঁদের সমস্যাগুলি মন দিয়ে শোনেন দীপক মজুমদার এবং দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মেয়র জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা কিছুদিন আগে এই এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা কভার ড্রেন নির্মাণের দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির উদ্যোগে এলাকায় কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্ষার সময় এই এলাকায় বিভিন্ন স্থানে জল জমে থাকত, যা বহু বছরের পুরনো সমস্যা। বর্তমানে সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কভার ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ড্রেন নির্মাণের সময় জলের পাইপলাইন ও গ্যাসের লাইনের সংযোগ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দীপক মজুমদার আরও বলেন, আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকাতেই বর্তমানে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। রামনগর থেকে বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশেও একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও কারিগরদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজের গতি বাড়ানো হচ্ছে। এদিন মেয়র স্থানীয় বাসিন্দাদেরও উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। সরকারি উদ্যোগে নির্মাণকাজ চলাকালীন এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতা থাকলে কাজ আরও দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জিবি হাসপাতালে চুরি মোবাইল সহ আটক যুবতী

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালে ফের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রোগীর পরিজনের ব্যবহৃত স্মার্টফোন চুরি করার অভিযোগে এক যুবতীকে হাতেনাতে আটক করেন হাসপাতালে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও রোগীর পরিজনরা।

জানা গেছে, শনিবার জিবি হাসপাতালের ওপিডি ও আউটডোর চত্বরে প্রচণ্ড ভিড়ের সুযোগ নিয়ে এক রোগীর পরিজনের পকেট থেকে মোবাইল ফোন হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ওই যুবতী। তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি ও রোগীর পরিজন নজর রাখতে শুরু করেন।

অভিযোগ, এরপর মোবাইল ফোনটি হাতানোর চেষ্টা করার সময় তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন উপস্থিত লোকজন। তাঁর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই যুবতীকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আটক যুবতী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলেও তিনি সঠিকভাবে কোনো উত্তর দিতে পারছিলেন না।

খবর পেয়ে এনসিসি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবতীকে হেফাজতে নেয় এবং পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়।

জিবি হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে বারবার চুরির অভিযোগ ওঠায় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। হাসপাতাল চত্বরে নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন রোগী-পরিজনদের একাংশ।

টিটিএএডিসির ক্ষমতায়ন ও উপজাতি উন্নয়ন নিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আর্টিস্টের সেমিনার

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর ক্ষমতায়ন এবং রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আর্টিস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে টিটিএএডিসির সাংবিধানিক ক্ষমতা, উপজাতিদের অধিকার, উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের প্রাক্তন আইন সচিব দাতামোহন জমাতিয়া টিটিএএডিসির সাংবিধানিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক ভূমিকা এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নে এর কার্যকর ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে হলে স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। টিটিএএডিসিকে সাংবিধানিকভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আরও কার্যকর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা জরুরি বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

সেমিনারে বক্তারা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয়গুলির উপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে টিটিএএডিসির ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়।

আলোচনায় টিটিএএডিসির ক্ষমতায়নকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিষয় হিসেবে না দেখে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখার আহ্বান জানানো হয়। সেমিনারের মাধ্যমে টিটিএএডিসির কার্যকর ক্ষমতায়ন, উপজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে একটি গঠনমূলক আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়।

তিন বছর ধরে বেহাল রাস্তা, ক্ষোভে উজান পাথালিয়া ঘাটের বাসিন্দারা

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা। বড় বড় গর্ত, বর্ষায় সেই গর্তে জমে থাকছে জল। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে উজান পাথালিয়া ঘাট এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে যানবাহন চালকদের। রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েও কাজ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

জম্পুইজলা মহকুমার শেষ প্রান্তে অবস্থিত উজান পাথালিয়া ঘাট এলাকার এই রাস্তাটি বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ান বাজারে ১১ নম্বর টিএসআর ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারের সামনে জাতীয় সড়ক থেকে শুরু হয়ে পাথালিয়া ঘাট, উজান পাথালিয়া ঘাট হয়ে গুনিরাইবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বর্ষার সময় গর্তগুলিতে জল জমে রাস্তা কার্যত পুকুরের চেহারা নিচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে বাইক, সাইকেল, অটো থেকে শুরু করে ছোট-বড় বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়ছে। বেহাল রাস্তার কারণে ইতিমধ্যেই একাধিক ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও দাবি তাঁদের। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। পথচারীদেরও রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় পায়ে ও কোমরে ব্যথা পাওয়ার মতো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রাস্তার গর্ত ও কাদাজলের কারণে ছাত্রছাত্রীদের জুতো হাতে নিয়ে স্কুল-কলেজে যেতে হচ্ছে। বাজার-হাটে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। একইভাবে কৃষকরাও তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিশ্রামগঞ্জ বাজারে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ।

বেহাল রাস্তার কারণে অটোচালকদেরও বাড়তি খরচের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি, রাস্তার খারাপ অবস্থার কারণে অটোর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রায় এক সপ্তাহ পরপর গাড়ির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাস্তার সমস্যার কথা জম্পুইজলা ব্লক প্রশাসন এবং টাকারজলা পিডব্লিউডি অফিসে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, ভোটের পর এলাকার নতুন এমডিসি বুদ্ধকুমার দেববর্মাকে আর তেমনভাবে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। ফলে নিজেদের সমস্যার কথা তাঁর কাছে সরাসরি তুলে ধরার সুযোগও পাচ্ছেন না তাঁরা।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, সমতল এলাকায় রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও পাহাড়ি এলাকায় সেই তুলনায় উন্নয়নের গতি অনেকটাই কম। এর ফলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগাম বার্তা ছাড়াই বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট, চরম দুর্ভোগে ধর্মনগরের পদ্মপুর হরিচাঁদ রোডের বাসিন্দারা

ধর্মনগর, ২৯ আগস্ট: প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আগাম কোনও বার্তা ছাড়াই বারবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন ধর্মনগরের পদ্মপুর হরিচাঁদ রোড এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকার পর শনিবার দুপুর প্রায় ২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফের একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে আগে থেকে কোনও ধরনের বার্তা বা ঘোষণা করা হয়নি। এমনকি জরুরি নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া মেলেনি বলে দাবি তাঁদের।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আচমকা বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় বিশেষ করে অসুস্থ ও বয়স্ক মানুষদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। ঘরের ফ্যানসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তীব্র গরমে দৈনন্দিন জীবন কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

শুক্রবার রাতে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পর শনিবার দিনের বেলাতেও একইভাবে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জল সরবরাহ, মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়া-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, রক্ষণাবেক্ষণ বা অন্য কোনও কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার প্রয়োজন হলে অন্তত আগাম গ্রাহকদের জানানো উচিত। কিন্তু কোনও পূর্ববার্তা ছাড়াই বারবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

তীব্র গরমের কথা বিবেচনা করে দ্রুত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের স্থায়ী সমাধান এবং ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার প্রয়োজন হলে গ্রাহকদের আগাম অবহিত করার দাবি জানিয়েছেন পদ্মপুর হরিচাঁদ রোড এলাকার বাসিন্দারা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের পছন্দের শিল্পকলাকে একীভূত করে নতুন পাঠ্যক্রম তৈরী করা উচিৎ: রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু পরামর্শ দিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন তাদের বিদ্যমান গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের সাথে শিক্ষার্থীদের পছন্দের অন্যান্য শিল্পকলাকে একীভূত করে নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করে এবং উন্নত ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলির শিক্ষাদান অব্যাহত রাখে। সুরেভরাম প্রতাপ রেড্ডি তেলেগু বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাতৃভাষা দিবস এবং ২০২৬ সংস্কৃতি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. নন্দমুরি তারাকা রাম রাও কলা মন্দিরে উদযাপন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মত প্রকাশ করেন যে, তেলুগু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কারিগরি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা উচিত যা ছাত্রজীবনকে চারুকলার সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং জাগতিক জ্ঞান প্রদান করবে। তিনি অনুরোধ করেন যে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক, যাতে বাড়ির ভাষাই বিদ্যালয়ের ভাষা হয়ে ওঠে।

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু পুনে অন্ধ্র সংঘমের উপদেষ্টা তিরুভাল্লুরি ভঙ্গিপুরম শ্রীনিবাসকে মন্ডলী ভেঙ্কট কৃষ্ণ রাও-এর নামে প্রবর্তিত "সংস্কৃতি পুরস্কারম" প্রদান করে সম্মানিত করেছেন।

তাঁকে পঁচিশ হাজার টাকার নগদ পুরস্কারের পাশাপাশি একটি বিশেষ স্মারক এবং একটি শাল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আচার্য কোটলা হনুমন্ত রাও স্বাগত ভাষণ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভেলুদন্ড নিত্যানন্দ রাও সভায় সভাপতিত্ব করেন।

মান্দাইয়ের লরি বাজার থেকে দিনান কোবরা যাওয়ার বেহাল রাস্তা, দ্রুত মেরামতের দাবি স্থানীয়দের

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে মান্দাইয়ের ১১ নম্বর মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের লরি বাজার থেকে দিনান কোবরা যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। বিশেষ করে বর্ষার মরশুমে রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত ও কাদায় চলাচল কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এর ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এডিসি এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাটের পরিকাঠামো দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় জর্জরিত। লরি বাজার থেকে দিনান কোবরা পর্যন্ত রাস্তাটিও দীর্ঘদিন ধরে মেরামতের অভাবে কার্যত চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে বেল কোবই এলাকায় রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলে জানান স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর বক্তব্য, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে যানবাহন চলাচল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের যাতায়াতেও নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয়রা দ্রুত রাস্তাটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি স্থানীয় এমডিসি জগদীশ দেববর্মা এবং বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মার কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়ে তারা বলেন, এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দ্রুত রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করা হোক। স্থানীয়দের দাবি, শুধু আশ্বাস নয়, দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি সংস্কার করে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হোক।

৪ সেপ্টেম্বরের ৭২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধের সমর্থনে খোয়াই ও সিপাহীজলায় গাড়ি র‍্যালি

চড়িলাম, ২৯ আগস্ট: বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দিয়েছে এনএলএফটি-র পিডি গ্রুপ, এনএলএফটি-র অরি গ্রুপ এবং এটিটিএফ-এর আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ। এই বন্ধ কর্মসূচিকে সফল করতে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়ে শনিবার খোয়াই ও সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকায় গাড়ি র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, তিনটি আত্মসমর্পণকারী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা গাড়ি নিয়ে খোয়াই জেলার বিভিন্ন এলাকা এবং সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা বিক্রেতার বাড়ি ভাঙচুর আটক তিন যুবক, উত্তেজনা

ধর্মনগর, ২৯ আগস্ট: ধর্মনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নেশাবিরোধী অভিযানকে কেন্দ্র করে শনিবার সন্ধ্যায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় 'এগিয়ে চলো ক্লাব'-এর সদস্যরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিন যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আটক যুবকদের মধ্যে জয়গুশ-পদ্মপুর এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত নাথ এবং নোয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা কিষানজিৎ ঘোষ-সহ আরও একজন রয়েছেন। ক্লাব সদস্যদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই যুবকরা ধর্মনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নুরুল হকের কাছ থেকে নেশাজাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করার কথা জানায়।

এরপর ক্লাবের সদস্যরা নুরুল হকের বাড়িতে গেলে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, একপর্যায়ে উত্তেজিত জনতার একাংশ ওই বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের হস্তক্ষেপের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, ওই বাড়িতে থাকা এক বৃদ্ধ মহিলার কাছ থেকে কয়েকটি কৌটায় রাখা সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। তবে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি কী এবং সেগুলির সঙ্গে নেশাজাতীয় দ্রব্যের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

এদিকে, রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নেশার কারবার রুখতে প্রশাসনের আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। একইসঙ্গে নেশাবিরোধী অভিযানের নামে যাতে কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে ভাঙচুর বা অন্য কোনও অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে না পড়ে, সেদিকেও প্রশাসনকে নজর দেওয়ার দাবি উঠেছে।

ঘটনায় আটক তিন যুবক, সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধারের দাবি এবং বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ, সবকটি বিষয় খতিয়ে দেখছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং সন্দেহজনক সামগ্রীর সঙ্গে নেশাজাতীয় দ্রব্যের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট হবে।

সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত ৩

তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট: সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিনজন। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে তেলিয়ামুড়া বড়মুড়া পাহাড়ের আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের বনকুমারী মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, শনিবার সকালে আগরতলার দিক থেকে একাধিক যাত্রী নিয়ে একটি সুজুকি মারুতি গাড়ি তেলিয়ামুড়ার দিকে যাচ্ছিল। বনকুমারী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছাতেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রিপারের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাতে মারুতি গাড়িতে থাকা তিনজন আহত হন। আহতদের মধ্যে দুই মহিলা রয়েছেন। তাঁরা কল্যাণপুরে শিক্ষা দপ্তরের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত বলে জানা গেছে। এছাড়াও দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ৬২ বছর বয়সি নির্মল চন্দ্র দাস। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অল্পবিস্তর আহত দুই মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে নির্মল চন্দ্র দাসের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছানোর পর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মল চন্দ্র দাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হতে পারে। সাতসকালে জাতীয় সড়কের উপর এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য ওই এলাকায় যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে।

ধর্মনগর বিজেপি জেলা কার্যালয়ে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব

ধর্মনগর, ২৯ আগস্ট: ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে ধর্মনগর বিজেপি জেলা কার্যালয়ে পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে অংশ নেন বিজেপির নেতা-কর্মী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক, বিজেপির জেলা যুব মোর্চার সদস্য এবং ধর্মনগর মণ্ডলের কার্যকর্তারা। পাশাপাশি ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মহিলা মোর্চার সদস্যদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া। এদিন ধর্মনগর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের হাতেও রাখি পরিয়ে দেন মহিলা মোর্চার সদস্যরা। এর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভ্রাতৃত্ববোধ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোদের মধ্যে প্রার্থনা সভার অভিযোগ, দক্ষিণ চড়িলামে রাস্তা অবরোধে স্কুলের পড়ুয়ারা

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: তীব্র গরমের মধ্যে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে প্রার্থনা সভা করানোর অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলো দক্ষিণ চড়িলাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। শনিবার বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা দক্ষিণ চড়িলাম-রামনগর সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায়।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দীপিকা দেববর্মার নির্দেশে দীর্ঘদিন ধরে তীব্র রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা সভা করতে হচ্ছে। এর ফলে গরমে অনেক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ছে। প্রার্থনা সভার জন্য বিকল্প কোনও স্থান নির্ধারণ করার দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসলেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাদের।

শুধু প্রার্থনা সভা নয়, বিদ্যালয়ের পানীয় জল এবং বাথরুমের পরিকাঠামো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পড়ুয়ারা। তাদের দাবি, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ও সুস্থ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। পাশাপাশি বাথরুমের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। এই সমস্যাগুলি নিয়ে একাধিকবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

পড়ুয়াদের বক্তব্য, তীব্র গরমের মধ্যে রাস্তায় নয়, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছে তারা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিষয়গুলিতে গুরুত্ব না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পথ অবরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত রোদের পরিবর্তে উপযুক্ত স্থানে প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পানীয় জলের সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত বাথরুমের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে। তাদের এই আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ চড়িলাম-রামনগর সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে প্রভাব পড়ে।

গাড়ি সহ দুই কুখ্যাত চোর গ্রেপ্তার

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: চুরি ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই কুখ্যাত চোরকে গ্রেপ্তার করল আমতলী থানার পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে আগরতলা বাইপাস রোড এলাকা থেকে একটি গাড়ি সহ তাদের আটক করা হয়।

আমতলী থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, কিছুদিন আগে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে জড়িত এক-দুজন মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও বেশ কয়েকজনের নাম পুলিশের সামনে আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গতকাল রাতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে বিলোনিয়ায় শহীদ দান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ আগস্ট: ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দিলীপ, তরুণ, অরবিন্দ, রাজ্যেশ্বর ও সুমিত্রার স্মরণে শহীদ দান দিবস পালন করা হয়। শনিবার সকালে বিলোনিয়ায় ছাত্র ও যুবদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচির শুরুতে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের বর্তমান ও প্রাক্তন নেতৃত্বরা। এরপর শহীদ বেদীর কর্মসূচি শেষে খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগ ও বর্তমান সময়ে তাদের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকাতেও শহীদ দান দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, প্রবীণ বামপন্থী নেতা বাসুদেব মজুমদার, ডিওয়াইএফআই-এর বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক গৌতম সেন, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য মধুসূদন দত্তসহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

সাব্রুম কলেজে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন ছাত্রছাত্রীরা

সাব্রুম, ২৯ আগস্ট: মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের শারীরশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে শনিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপিত হয়। কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কলেজের স্মার্ট ক্লাসরুমে মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, অধ্যাপক মুকেশ মিত্র-সহ উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

এবছর জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের অধীনে 'খেলেগা ভারত, জীতেগা ভারত' থিমে দেশজুড়ে প্রচারাভিযান চলছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপক মুকেশ মিত্র বলেন, ২০৩৬ সালে ভারতে অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে তৃণমূল স্তর থেকে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, দেশে প্রতিভার অভাব নেই। প্রয়োজন হল এগিয়ে এসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ মেজর ধ্যানচাঁদের ক্রীড়াজীবনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, তাঁর অসাধারণ ক্রীড়াশৈলীর ওপর ভর করে ভারত ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালের অলিম্পিকে পরপর তিনটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছিল। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানকে সম্মান জানাতে ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে তাঁকে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে ভূষিত করে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অধ্যক্ষ রাজ্য তথা দেশের ক্রীড়া প্রতিভার কথা তুলে ধরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। ওই দিনই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas